রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ২৪, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৫ ইং/১৪ই অগ্রহায়ণ ১৪০২ বাং

এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/৯৫-শা-১০/রায়-২/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

মামলা নম্বর

১। সি-৮/৯১
২। সি-৯/৯১
৩। সি-২৪/৯১
৪। সি-১৯/৯২
৫। সি-৪৫/৯২
৬। সি-৬১/৯২
৭। সি-৭০/৯২
৮। সি-৭/৯৩
৯। সি-১৮/৯৩
১০। সি-৫০/৯৩
১১। সি-৭৪/৯৪
১২। সি-৮৪/৯৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য : টাকা ১২.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান: মিঃ এ. কে. বিশ্বাস

সদস্য : ১। জনাব ভুঞা ওয়ালিউর রহমান
২। জনাব নিজামউর রহমান

কেস নং: সি-৮/৯১

বাদী : মোঃ আশরাফ আলী, পিতা আঃ মাজেদ সরদার, সাং সুকতাইল, পোঃ সুকতাইল, জেলা গোপালগঞ্জ।

বনাম

বিবাদী : উপ-মহাব্যবস্থাপক, দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ শহর খালিশপুর, খুলনা এবং অন্য একজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম: জনাব মঈনুর রহমান,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম: জনাব এস, রহমান,

শুনানীর তারিখ: ২৬-৪-৯২ ও ১০-৫-৯২ ইং

রায়ের তারিখ: ২৭-৫-৯২ ইং

রায়

বাদী মোহাম্মদ আশরাফ আলী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে এই মামলা আনয়ন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ৩১-১২-৭৩ ইং তারিখে একজন পিনবয় হিসাবে ১ নং বিবাদীর মিলে স্থায়ীভাবে চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাহার টোকেন নম্বর ২০০৫৯। মিল মেকানিক্স, পালা 'খ' মিল নং ১ এবং বাদীর কর্মস্থান মিলের অভ্যন্তরে।

১ নং মিলে 'ক', 'খ' ও 'গ' পালায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাদী 'খ' পালার শ্রমিক এবং তাহার পেশা দৈহিক জাতীয়। তিনি অশিক্ষিত ও সামান্য লেখাপড়া জানেন। বাদীর কাজে ও কর্মে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১৯৮৬ সনে হেড পিনবয় হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাহার চাকুরীর রেকর্ড ও পরিচ্ছন্ন।

বাদী যখন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ গত ১৪-৬-৯০ ইং তারিখে তাহাকে তদন্তে হাজির হইবার জন্য একটি চিঠি ইস্যু করা হয়। উক্ত পত্র অনুসারে বাদী ১৬-৬-৯০ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া বিস্তারিত অবগত করান এবং তদন্ত কমিটি সন্তুষ্ট হন।

গত ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে মোকদ্দমা নং ১৩৮/৯০-১ এ উপ-মহাব্যবস্থাপক শ্রম ও কল্যাণ স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ বাদীর বিরুদ্ধে আনা হয়। উক্ত অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বাদী ও জনৈক মোস্তফা যাহার টোকেন নং ২০৫৩৭ গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) পিন মিল ষ্টোর হইতে ইস্যু করান। উক্ত পিনের মধ্যে ৪০০০ (চার হাজার) পিন সহকারী প্রকৌশলী শ্রী বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট প্রাথমিক তদন্তে বাদী ও জনৈক মোস্তফার স্বীকার উক্তি মূলক বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, গত জমা দেন। অবশিষ্ট ২০,০০০ (বিশ হাজার) পিন হিসাব মত খরচ হইয়াছে বলিয়া জানান। প্রাথমিক তদন্তে বাদী ও জনৈক্য মোস্তফার স্বীকার উক্তিমূলক বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্ব্বাধিক ১৬০০ পিন বিভাগীয় কাজে খরচ হইবার কথা। বাদী অসদুদ্দেশ্যে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে মোঃ মোস্তফার যোগসাজশে মিল ষ্টোর হইতে অধিক সংখ্যক পিন আনিয়া মিলের কাজে না লাগাইয়া সুপরিকল্পিতভাবে ১০,৪০০ পিন মিলের বাহিরে পাচার করিয়াছেন। বাদীর উক্ত প্রকার কার্য আইন-শৃংখলার পরিপন্থী মর্মে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী বটে।

বাদী গত ২২-৮-৯০ ইং তারিখে ১ নং বিবাদীর সম্মুখে লিখিত জবাব দাখিলের মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেন। বাদী তাহার জবাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি কিছু দিন আগে একটি তদন্ত কার্যক্রমের চিঠি প্রাপ্ত হন এবং সেমতে তদন্ত কমিটিকে সহযোগিতাপূর্বক তুষ্ট করেন। তদন্তকালে অতিরিক্ত পিন খরচের বিষয় জানিতে চাওয়া হইলে তদন্ত কমিশনকে সরেজমিনে দেখাইয়া দেন এবং তদন্ত কমিটি বাস্তবের নিরীখে প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তদন্তের পর বিভাগে অপহৃত ৬০০০ (ছয় হাজার) পিন বিভাগীয় প্রকৌশলী সাহেব জমা লইয়াছেন। ইহার পর ২১-৩-৯০ হইতে ৫-৬-৯০ ইং পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের হিসাবে জানিতে চাওয়া হয় যে, তখন বাদী প্রতি শিফটে ৯৬০০ (নয় হাজার ছয় শত) পিন খরচ হইতে পারে বলিয়া জানাইয়াছেন। খরচের উক্ত হিসাবটি বাস্তবের আলোকে তদন্ত কমিটি মানিয়া লইয়াছেন। অথচ হঠাৎ গত ২৫-৮-৯০ ইং তারিখে একটি অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে বাদীকে চাকুরী হইতে সাসপেন্ড করায় বাদী হতবাক হইয়াছেন। বাদীর হিসাব অনুযায়ী ৯৬০০ পিন প্রতি শিফটে খরচ হইলে মোট খরচ ১৯,২০০ (ঊনিশ হাজার দুইশত)। উহা হইতে দুইশত কম বেশী হইতে পারে। তদুপরি জমা দেওয়া হইয়াছে ৬,০০০ (ছয় হাজার)। সুতরাং পিনের কোন ঘাটতি হয় নাই। অথচ বাদীর প্রতি ১০,৪০০ (দশ হাজার চারশত) পিন মিলের বাহিরে আনয়ন করার অভিযোগে দরখাস্তকারী ব্যথিত হইয়াছেন। বাদী উক্ত প্রকার চৌর্যবৃত্তিকে ঘৃণা করেন প্রভৃতি উল্লেখপূর্বক উক্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অভিযোগ প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদানের জন্য নিবেদন করেন।

ইহার পর গত ২৩-৮-৯০ ইং তারিখের একটি স্লিপ দ্বারা বাদীকে তদন্ত সাপেক্ষে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত স্লিপ বিভাগে জমা দিয়া বাদী কাজে যোগদান করেন।

১ নং বিবাদী বাদীর দেওয়া জবাবের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া গত ২৭-৮-৯০ ইং তারিখে বেআইনী ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদীকে বিবাদী ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ১১-১১-৯০ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী উক্ত নির্দেশ মোতাবেক তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। তদন্ত কমিটি বাদীর দেওয়া জবাবের সত্যতা নিরূপণের জন্য অন্যান্য পালা যেমন—'ক' পালায় ব্যবহৃত খরচকৃত পিন সম্পর্কে কোন তদন্ত না করিয়া বরং একতরফাভাবে বাদীর বিরুদ্ধে শুধু 'খ' পালায়ই ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) পিন খরচের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তদন্তের সময়ে বাদীর বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ২৫-৮-৯০ ইং তারিখে জারীকৃত অভিযোগ পত্রকে সঠিকভাবে দাঁড়

করাইবার অভিষ্ট লক্ষ্য সামনে রাখিয়া তদন্ত করিয়াছেন। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বাদী কর্তৃক আনীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। তদন্ত কমিটি বিভাগে সার্বক্ষণিক ভাবে তদারককারী কর্মকর্তা যেমন—সহ-প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), মিল ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই বা তাহাদের জেরা করিবার সুযোগ এই বাদীকে দেওয়া হয় নাই। বাদী বিগত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে গত ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ছুটিতে ছিলেন। তদন্ত কমিটি উক্ত ছুটির বিষয়ও বিবেচনা করেন নাই। তদন্ত কমিটি মিথ্যা আশ্বাসের ভিত্তিতে সরলপ্রাণ বাদীর নিকট হইতে বেশ কয়েকটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর লইয়াছেন।

গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখের ১০২৩/এল, বি-১৩ (ক) চিঠি দ্বারা বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করেন এবং একই পত্রে ১৫৮১৪/৫০ (পনের হাজার আটশত চৌদ্দ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) বাদীর চূড়ান্ত পাওনা হইতে এককালীন কাটিয়া লইবার হুমকী প্রদান করেন যাহা বেআইনী, বে-দাড়া, অকার্যকরী ও ক্ষমতা বহির্ভূত।

বাদী উক্ত বরখাস্তের আদেশ দ্বারা মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা মতে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ৯-২-৯১ ইং তারিখে ১ নং বিবাদী সমীপে গ্রিভান্স দাখিল করেন যাহা ১ নং বিবাদী ১০-২-৯১ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া উহার কোন উত্তর না দেওয়ায় বাদী বাধ্য হইয়া এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন। বাদী উক্ত বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুন-র্বহালের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদীর অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন প্রকার কারণ বা অধিকার নাই। বাদীর মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না। ইহা তামাদি বারিত। স্বীকৃত, সম্মত ও উপেক্ষাহেতু বাদীর মোকদ্দমা অচল।

উত্তরদায়ক এই বিবাদী বাদীর আর্জিত যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ উল্লেখ করেন যে, বাদীর চাকুরী জীবনের ইতিহাস কালিমালিপ্ত। বাদী একজন অসৎ ব্যক্তি। বাদী এই বিবাদী পক্ষের মিলে মেকানিক বিভাগে 'খ' পালায় ১নং মিলে হেড পিনবয় হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মিলের সম্পত্তি অসদুপায়ে আত্মসাৎ করিয়া অন্যায়ভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে অত্রাদালতের সি-কেস নং ১/৯১ মোকদ্দমার বাদী গোলাম মোস্তফা যাহার টোকেন নং ২০৫৩৭ ও আরও কতিপয় শ্রমিকের সহিত যোগসাজসে ৬(০-১৯২)×১·৭/৮ সাইজের ৯০৩৭ টি পিন আত্মসাৎ করিয়া গুরুতর অসদাচরণমূলক অপরাধ সাধন করিয়াছেন। বাদী ও মোঃ গোলাম মোস্তফা গত ২১-৩-৯০ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট চব্বিশ হাজার পিন ষ্টোর হইতে গ্রহণ করেন। উক্ত চব্বিশ হাজার পিনের মধ্যে বাদী মাত্র চার হাজার পিন সহকারী প্রকৌশলী বাবু বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট জমা দিয়া বাকী বিশ হাজার পিন খরচ হইয়াছে বলিয়া জানান। প্রাথমিক তদন্তকালে বাদী ও গোলাম মোস্তফা উভয়ের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বাধিক ৯৬০০ পিন বিভাগীয় কাজে খরচ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা অসদুদ্দেশ্যে ব্যক্তি স্বার্থে উভয়ে যোগসাজসে মিল ষ্টোর হইতে অধিক সংখ্যক পিন আনিয়া উহা মিলের কাজে না লাগাইয়া সুপরিকল্পিতভাবে ১০,৪০০ পিন মিলের বাহিরে পাচার করিয়াছেন যাহা আইন-শৃংখলা ও মিলের স্বার্থের পরিপন্থী হইতেছে।

গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাদীর নামে মোট ৮০০০ পিন সহকারী হিড পিনবয় মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার নামে ১২০০০ এবং আইয়ুব আলী হেড পিনবয় 'ক' পালার নামে ৪০০০ পিন ইস্যু করা হয়। ইহার মধ্যে আইয়ুব আলী 'খ' পালায় সহ পিনবয় ও গোলাম মোস্তফা ১৭-৪-৯০ ইং তারিখে ভান্ডার হইতে গৃহীত ৪০০০ পিন দিয়াছেন। তদন্তের সময়ে 'ক' পালার হেড পিনবয় আইয়ুব আলী যাহার টোকেন নং ২০৫৬৯, আহছান উল্যা২ যাহার টোকেন নং ১১১১৬, রহিম ১৬৫৪০, আইনুল হক ২০৬২৯, আবুল কালাম ২০৮৩৭ বলেন যে, বার খোলার জন্য ১৯২ সাইজের পিন ব্যবহার করিতে গিয়া ভাংগিয়া যাওয়ায় তাহারা উক্ত সাইজের পিন ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন।

সাধারণতঃ ব্যবহৃত পিন সংশ্লিষ্ট বিভাগে রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু বিভাগীয় তদন্তের সময়ে জনাব ইউনুছ, ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ), বাবু বিজয় ভূষণ যান্ত্রিক প্রকৌশলী পিন সেকশনের প্রধান চার্জ হ্যান্ডসম্বয় ও অন্যান্য শ্রমিকদের উপস্থিতিতে একটি ড্রাম কাটিয়া ০.১৯২ সাইজের পিন অনুসন্ধান করা হইলে উক্ত ড্রামে ঐ সাইজের পিন একটিও পাওয়া যায় নাই। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য ড্রামে পিন তল্লাশীর কাজ বাদী ও সহকারী হেড পিনবয় গোলাম মোস্তফার উপস্থিতিতে করা হইয়াছিল। ০.১৯২ সাইজের পিনের বিষয়ে গোলমাল ধরা পড়ায় বিভাগীয় পর্যায়ে অব্যবহৃত ৪০০০ পিন সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী বাবু বিজয় ভূষণ ফেরত গ্রহণ করেন, বাদী ও গোলাম মোস্তফা দাবী করেন যে, গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত 'ক', 'খ' পালায় প্রতি পালা ৯৬০০টি পিন হিসাবে মোট ১৯,২০০ পিন খরচ হইয়াছে কিন্তু 'ক' পালার হেড পিনবয় ও তাহার সহযোগী পিনবয়দের বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, তাহারা 'খ' পালার হেড পিনবয় তথা বাদীর নিকট হইতে মাত্র ৫৩৭টি পিন লইয়া ব্যবহার করেন। সুতরাং স্পষ্ট হিসাবে দেখা যায় যে, 'খ' পালায় ৯৬০০টি 'ক' পালায় ৫৩৭টি ও বাবু বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট ফেরত দেওয়া ৮২৬ এবং তাহার নিকট জমা দেওয়া ৪০০০ পিন একুনে ১৪,৯৬৩টি পিনের হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু বাদী ও তাহার সহকারী সহযোগী হেড পিনবয় গোলাম মোস্তফা বাকী ২০,০০০–১৪,৯৬৩=৯০৩৭টি পিনের কোন হিসাব দিতে পারেন নাই। বাদী ও তাহার সহযোগী উক্ত অতিরিক্ত পিন ভান্ডার হইতে ইস্যু করাইয়া লইয়া সুযোগ মত আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং উহার মূল্য বাবদ ৩১,৬২৯.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়া গুরুতর অসদাচরণমূলক অপরাধ করিয়াছেন। উক্ত অসদাচরণের দরুন বিবাদী পক্ষ গত ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে পৃথক পৃথক অভিযোগ পত্র বাদী গোলাম মোস্তফার নিকট প্রদান করেন। বাদীকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করতঃ জবাব প্রদান করেন। উক্ত লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে আনয়ন করা হয় এবং অভিযোগের মর্ম যথাযথ অনুধাবন করিয়াই বাদী যথারীতি তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হয় এবং বাদীর উপস্থিতিতে তদন্ত কমিটি সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও বাদীকে উক্ত সাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে বক্তব্য পেশ করিলেও তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারেন নাই এবং উক্ত তদন্ত কমিটির তদন্ত কার্য্যের ব্যাপারে বাদী প্রতিদিন উপস্থিত ছিলেন এবং তাহা প্রমানের জন্য তদন্ত কার্যক্রমের প্রতি পাতায় স্বেচ্ছায় তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করেন। তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। কর্তৃপক্ষ মিথ্যা আশ্বাস ও ভয় ভীতি দেখাইয়া বাদীর নিকট হইতে সাদা বা লিখিত কাগজে বাদীর স্বাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তদন্ত কমিটি লিখিত কাগজপত্রাদি বাদীকে পড়িয়া শুনান, পরে বাদী উহাতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত তদন্ত আইনানুসারে হয়। উক্ত নিরপেক্ষ তদন্তে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে

প্রমাণিত হওয়ায় বাদী অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং তদন্ত কমিটি উক্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ মিলের বৃহত্তর স্বার্থে ও উক্ত প্রকার অসাদাচরণ পুনরাবৃত্তি-রোধে বাদীকে গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখে মিলের চাকুরী হইতে বরাখাস্ত করা হয়। উহা সম্পূর্ণ বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক, পক্ষপাতহীন হওয়ায় বাদী এই মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না। ইহা মায় খরচা খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?

২। অত্র মোকদ্দমা কি তামাদি বারিত?

৩। বাদী কি অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৩নং বিচার্য বিষয়ঃ বিচারের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় তিনটি একত্রে লওয়া গেল। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীতাহার সওয়াল জবাবে উল্লেখ করেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি অতিরিক্ত কার্ড পিন ব্যবহার দেখাইয়া উক্ত কার্ড পিন আত্মসাৎ করিয়াছেন। বাদীর বক্তব্য এই যে, তিনি উক্ত অতিরিক্ত কার্ড পিন ব্যবহার করিয়া অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হইতে পারেন না। বাদী আরও বলেন যে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাহাদের ন্যাচারাল জাষ্টিজ দেওয়া হয় নাই। বাদীকে সাদা কাগজে ও লিখিত কাগজে চাপ সৃষ্টি করিয়া দস্তখত লওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া তদন্ত কমিটি বাদীর হাজিরা দেওয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই। বাদী ও তাহার সহযোগী গোলাম মোস্তফা ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) কার্ড পিন লইলেও তাহারা উহা অতিরিক্ত খরচ করেন নাই। বাদী আরও বলেন যে, তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য যে, বাদী ও তাহার সহযোগী গোলাম মোস্তফা অতিরিক্ত কার্ড পিন খরচ করায় তাহাদের পরীক্ষা করা হয় এবং তদন্তে দেখা যায় যে, তাহারা অন্যান্যদের তুলনায় বেশী কার্ড পিন খরচ করিয়াছেন। তাহারা দুই জনই ষ্টোর হইতে কার্ড পিন দস্তখত দিয়া লইয়া যায়। যেহেতু বাদী ও গোলাম মোস্তফা কার্ড পিন লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ইহার পর বাদী অভিযোগ পত্রের জবাব দাখিল করিলে তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য তদন্ত কমিটি বাদী ও গোলাম মোস্তফাকে নোটিশ দিলে তদন্ত কমিটি তাহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য লয় এবং বাদী সাক্ষীদের জেরা করেন ও তাহারাও তাহাদের জবাবের সাপেক্ষে সাক্ষী প্রদান করেন। বাদী ও গোলাম মোস্তফা উপস্থিত থাকিয়া তদন্ত কার্যক্রমের সকল পাতায় দস্তখত দেন। তদন্ত কমিটি বাদীকে ভয় দেখাইয়া কোন সাদা কাগজে বা লেখা কাগজে দস্তখত নেন নাই। উক্ত তদন্তের সময়ে উভয় পক্ষ কাগজপত্র দাখিল করেন। বাদী সাক্ষীসহ তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাদী কোন সাক্ষী তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। বাদী ঐ সমস্ত সাক্ষীদের অত্র আদালতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য আনেন নাই বা তাহারা আসিয়া বলেন নাই যে, তাহাদের তদন্ত কমিটি তাহাদের জবানবন্দী নেন নাই। এমতবস্থায়, বাদী তাহার মোকদ্দমায় আরজিতে তদন্ত কমিটির সম্মুখে বাদী কর্তৃক হাজিরকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা। পরিশেষে বিজ্ঞ-কৌশলী বলেন যে, অতিরিক্ত কার্ড পিন খরচ দেখাইয়া কার্ড পিন আত্মসাতের দরুণ বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া বাদীকে উহা সরবরাহ করিলে বাদী লিখিত জবাব দিলে কর্তৃপক্ষ বাদীর লিখিত জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি বাদীকে আইনানুগ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়া বাদীর সম্মুখে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ও

তদন্ত কার্যক্রমে বাদীর দস্তখত লইয়া বাদী যে উক্ত অতিরিক্ত পিন খরচ দেখাইয়া তাহার সহযোগী গোলাম মোস্তফাসহ আত্মসাৎ করিয়াছে মর্ম্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ বাদী ও গোলাম মোস্তফাকে চাকুরী হইতে আইনানুগ-ভাবে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্তের আদেশ বহাল থাকিবে ও বাদী এই মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইবেন না বলিয়া তাহার সওয়াল জবাব শেষ করেন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলে বাদী স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(ক) ধারা অনুসারে প্রিভ্যান্স পিটিশন দেন। উক্ত কার্ড পিনে কোন প্রকার ট্রেড মার্ক বা চিহ্ন নাই। গত ২৩-৮-৯০ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়ার আদেশ হয়। ইহাতে বাদী মনে করেন যে, কথিত অভিযোগ মনে হয় শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরও দেখা যায় যে, উক্ত অভিযোগের বিষয় শেষ হয় নাই। মিলে ৩ শিফটে কাজ হয়। উহা তিন ভাগে অর্থাৎ 'ক', 'খ' ও 'গ' পালায় বিভক্ত। বাদী যে মেশিনে কাজ করিতেন উহাতে 'ক' পালা ও 'খ' পালার শ্রমিকেরাও কাজ করিতেন। সুতরাং একই মেশিনে তিন পালার তিনজন শ্রমিক কাজ করায় উক্ত 'ক' পালার কাজের শেষে 'খ' পালার শ্রমিককে কাজ বুঝাইয়া দেওয়ার সময়ে কার্ড পিনের হিসাব দেওয়ার কোন প্রথা বা আইন মিলে চালু নাই। ৪,০০০, ৩,০০০ কার্ড পিনের রশিদ আদালতে আসে নাই। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পালায় একই সংখ্যার কার্ড পিন ব্যবহৃত হইবে এমন কোন ধরা বাধা নিয়ম নাই। প্রতি শিফটে ৯,৬০০ কার্ড পিন খরচ হইতে পারে অথবা বেশীও হইতে পারে বা কমও খরচ হইতে পারে। প্রতি শিফটের কাজের শেষে প্রতি মিল গেটে ও মেইন গেটে নিরাপত্তা প্রহরী থাকে। তাহারা নিয়োগকৃত সকল শ্রমিকদের চেক করিয়া ঢুকায় ও চেক করিয়া বাহির করিয়া দেয়। বাদী পিন জমা দিয়াছে ইহা বিবাদী পক্ষ স্বীকার করেন কারণ সহকারী প্রকৌশলী শ্রী বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট পিন জমা দিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত প্রতি শিফটে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্ড পিন খরচ হইবে তাহার কোন নিয়ম না থাকায় এবং বাদী উক্ত পিন ষ্টোর হইতে আনিয়া তিন শিফটে খরচ করার পরও বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইল। বাদী যদি চুরি করিত তবে চুরি কেস হইত। নিরাপত্তা প্রহরীরাও গেটে বাদী ও তাহার সহযোগী গোলাম মোস্তফার শরীর হইতে কোন কার্ড পিন সীজ করে নাই। উক্ত পিনসমূহ পর্যায় ক্রমে তিন শিফটে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রশ্ন আসে উক্ত কার্ড পিন চুরির জন্য কে দায়ী হইবেন আইয়ুব আলী অথবা চার্জ হ্যান্ড আদালতে আসিয়া সাক্ষী দেন নাই। যেহেতু তিন শিফটে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক কাজ করেন যে জন্য উক্ত কার্ড পিন কমতি বা ঘাটতির ব্যাপারে তিন শিফটের তিনজন শ্রমিকই যৌথভাবে দায়ী হইবেন। এককভাবে বাদী ও গোলাম মোস্তফা দায়ী হইতে পারেন না। উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত না করিয়া বাদীর বক্তব্য ও জবাবের বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিবাদী পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মনগড়া প্রতিবেদন দিয়াছেন যাহার ফলে বাদী ন্যায় বিচার পান নাই। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ কৌশলী উক্ত বাদীর চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা মতে দেখা যায় যে, বাদী 'খ' পালার শ্রমিক। তিনি ও গোলাম মোস্তফা দস্তখত দিয়া ষ্টোর হইতে কার্ড পিন লইলেও উহা একই মেশিনে তিন শিফটে পৃথক পৃথক শ্রমিকে কাজ করিয়া উক্ত বাদী কর্তৃক লওয়া কার্ড পিন ব্যবহার করেন এবং উক্ত কার্ড পিন প্রতি শিফটে নির্দিষ্ট পরিমাণে লাগিত বলিয়া কোন নিয়ম না থাকায় কম বা বেশী লাগিতে পারে বলিয়া এবং তিন শিফটের শ্রমিক উক্ত পিন ব্যবহার করায় এককভাবে বাদীকে দায়ী করা হয় না। ইহা ছাড়া মিল গেটে নিরাপত্তা প্রহরী বাদীর দেহ তল্লাশী করিয়া বাহির করেন বলিয়া বাদী বাহিরে যাওয়ার সময়ে ধৃত না হওয়ায় উক্ত পিন বাদী বাহিরে লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা প্রমাণ না হওয়ায় বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত সঠিক

ও নিরপেক্ষ না হওয়ায় বাদী ন্যায় বিচার ও ন্যাচারাল জাস্টিস হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বাদী এই মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইবেন। অত্র মোকদ্দমা অত্র আকারে চলিবার যোগ্য ও তামাদি বারিত নহে। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বাদী পক্ষ প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখের ১০২৩/এল, বি ১৩(ক) নং স্মারকের বাদীর বরখাস্তের আদেশ বাতিল করতঃ বাদীকে ১০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পুনর্বহাল করিবার আদেশ দেওয়া গেল। এবং বাদীর নিকট হইতে তাহার পাওনাদি হইতে কাডপিন বাবদ ১৫,৮১৪·৫০ টাকা কর্তনের আদেশ ও বাতিল করা গেল।

এ, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ মিঃ আদিত্য কুমার বিশ্বাস,

সদস্য ঃ ১। জনাব
২। জনাব

কেস নং ঃসি-৯/৯১

বাদী ঃ ১। মোঃ গোলাম মোস্তফা, পিতা আবু সাঈদ মিয়া,
গ্রাম+পোঃ বেরোইল, জেলা মাগুরা।

বনাম

বিবাদী ঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক,
দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ,
সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, খুলনা এবং অন্য একজন।

বাদী পক্ষের কৌশলীর নাম ঃ জনাব মঈনুর রহমান,

বিবাদী পক্ষের কৌশলীর নাম ঃ জনাব এস, রহমান।

শুনানীর তারিখ ঃ ১০-৫-৯০ ইং।

রায়ের তারিখ ঃ ২৭-৫-৯২ ইং

রায়

বাদী মোঃ গোলাম মোস্তফা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

বাদীর মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ২৪-৭-৮০ ইং তারিখে একজন পিনবয় হিসাবে ১ নং প্রতিপক্ষ মিলে চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদীর টোকেন নং ২০৫৩৭। মিল মেকানিক্স পালা 'খ' মিল নং ১ (গ)। বাদী একজন শ্রমিক এবং তাহার পেশা দৈহিক জাতীয়। বাদী অশিক্ষিত, কোন রকমে নাম দস্তখত দিতে জানেন। বাদীর চাকুরীর রেকর্ডও খুব পরিচ্ছন্ন। মিলে ব্যবহৃত মেশিন পত্র যাহাতে পিন ব্যবহৃত বা প্রয়োজন হয় উহাতে পিন লাগানো ও পুরাতন পিন খোলা ইত্যাদি কাজ বাদীর। বাদীর অবস্থান মিলের অভ্যন্তরে বিধায় মিল গেটে নিরাপত্তা প্রহরী কর্তৃক কড়া চেকআপ করা হয়।

বাদী যখন তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত করিতেছিলেন, তখন ১৪-৬-৯০ ইং তারিখে বাদীর নিকট একটি চিঠি দেওয়া হয়। উক্ত চিঠিতে ১৬-৬-৯০ ইং তারিখে বৈকাল তিন ঘটিকার সময়ে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত চিঠির নির্দেশ মর্মে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া তদন্ত কমিটিকে সন্তুষ্ট করেন। ইহার পর ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে মোকদ্দমা নং ১৩৯/৯০-১ এ উপ-ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ) স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ পত্র বাদীর বিরুদ্ধে হয়। উক্ত অভিযোগ-এ বলা হয় যে, শ্রমিক আশরাফ আলী টোকেন নং ২০০৫৯ এর সহিত ২১-৩-৯০ তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) পিন মিল ষ্টোর হইতে ইস্যু করান। উক্ত পিনের মধ্যে ৪০০০ (চার হাজার) পিন সহকারী প্রকৌশলী শ্রী বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট জমা দেন। অবশিষ্ট ২০,০০০ (বিশ হাজার) পিন হিসাব মতে খরচ হইয়াছে। প্রাথমিক তদন্তকালে আশরাফ আলী ও বাদীর স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, গত ২১-৩-৯০ ইং হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত ৯,৬০০ বিভাগীয় কার্যে খরচ হইবার কথা। বাদী অসদুদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থে মোহাম্মদ আশরাফ আলীর সহিত যোগসাজশে মিল ষ্টোর হইতে অধিক সংখ্যক পিন আনিয়া মিলের কাজে না লাগাইয়া সুপরিকল্পিতভাবে ১০,৪০০ পিন মিলের বাহিরে পাচার করিয়াছেন। বাদীর উক্ত রূপ কার্য আইন-শৃংখলা ও শিল্পের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া অভিযোগ আনা হয়। উহা ভিত্তিহীন প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী।

বাদী বিগত ২২-৮-৯০ ইং তারিখে ১ নং বিবাদীর সম্মুখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। বাদী তাহার জবাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি কিছু দিন আগে একটি তদন্ত কার্যক্রমের চিঠি পান এবং সে মতে মিঃ আঃ রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তদন্তে অতিরিক্ত পিন খরচের কারণ জানিতে চাওয়া হইলে বাদী বিষয়টি তদন্ত কমিশনকে সরেজমিনে দেখান এবং তদন্ত কমিটি বাস্তবের নিরিখে প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারেন। তদন্তের সময়ে বিভাগে অব্যবহৃত ৬০০০ (ছয় হাজার) পিন বিভাগীয় প্রকৌশলী জমা লইয়াছেন। বিগত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময়ের হিসাব জানিতে চাওয়া হয়। তখন বাদী প্রতি শিফটে ৯,৬০০ (নয় হাজার ছয় শত) পিন খরচ হইতে পারে বলিয়া জানাইয়াছেন। খরচের উক্ত হিসাব বাস্তবের আলোকে মানিয়া লয়েন। অথচ হঠাৎ গত ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে একটি অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে বাদীকে চাকুরী হইতে সাসপেন্ড করায় বাদী হতবাক হয়েন। বাদীর হিসাব অনুসারে ৯,৬০০ পিন প্রতি শিফটে খরচ মোট খরচ হইবে ১৯,২০০ (উনিশ হাজার দুইশত)। উহার চেয়ে ২/১ শত কম বেশী হইতে পারে। তদুপরি জমা দেওয়া হইয়াছে ৬০০০ (ছয় হাজার) পিন। এমতাবস্থায়, পিনের কোন প্রকার ঘাটতি নাই। অথচ

বাদীর প্রতি ১০,৪০০ পিন মিলের বাহিরে আনায়ন করার অভিযোগে বাদী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। উক্ত অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ও অভিযোগ প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদানের জন্য নির্দেশ করেন।

ইহার পর ২৩-৮-৯০ ইং তারিখে বাদীকে একটি হাতে লেখা স্লিপের মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বাদী বিভাগীয় সময় রক্ষকের নিকট উহা জমা দিয়া কাজে যোগদান করেন।

বিবাদী পক্ষ বাদীর জবাবের বিষয় বস্তু উপলব্ধি না করিয়া গত ২৭-৮-৯০ ইং তারিখে বেআইনী ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ১১-১১-৯০ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য বাদীকে নির্দেশ প্রদান করেন। বাদী নির্দিষ্ট দিনে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তদন্ত কমিটির কার্যকলাপে তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা পরিলক্ষিত হয় নাই। তদন্ত কমিটি বাদীর দেওয়া জবাবের সত্যতা নিরূপণের জন্য অন্যান্য পালায় যেমন 'ক' পালায় ব্যবহৃত খরচ-কৃত পিন সম্পর্কে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া বরং এক তরফাভাবে বাদীর বিরুদ্ধে কেবল মাত্র 'খ' পালায় ২৪০০০ পিনের খরচের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তদন্তকালে তদন্ত কমিটি বাদীর বক্তব্যের প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে দেওয়া অভিযোগ সঠিকভাবে দাঁড় করাইবার অভিষ্ট লক্ষ্যে তদন্ত করেন। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বাদী কর্তৃক আনীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেন নাই। তদন্ত কমিটি মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা এবং বাদীর সরলতার সুযোগে একাধিক সাদা কাগজে এবং অর্ধেক লিখিত কাগজের নীচে বাদীর স্বাক্ষর লইয়াছেন। তদন্ত কমিটির লিখিত কাগজে কি লেখা আছে তাহা বাদীকে পড়িয়া শোনানো হয় নাই। তদন্ত কমিটি অন্যান্য পালায় কর্মরত পিনবয়দের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও কোন প্রকার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। মিলে ষ্টোর হইতে পিন আনয়ন করিবার রিকুইজিশন দেওয়ায় বিভাগীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। মেকানিক্স বিভাগে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়নে যে সকল কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন তদন্ত কমিটি তাহাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। ক ও খ পালার পিন একই স্থানে স্তূপীকৃত থাকে। তদন্ত কমিটি উহাও আমলে আনেন নাই। যাহার ফলে তদন্ত কমিটি তাহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখে পত্র সূত্র নং ১০২২/এল, বি ১৩(ক) দ্বারা ১নং বিবাদী বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দেন এবং ঐ একই পত্রে বাদীর চূড়ান্ত পাওনা হইতে ১৫,৮১৪·৫৯ টাকা এককালীন কাটিয়া লইবার জন্য হুমকী প্রদান করেন।

বাদী উক্ত বরখাস্তের আদেশ পাইয়া ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা অনুসারে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গত ৯-২-৯১ ইং তারিখে ১নং বিবাদীর নিকট প্রিভ্যান্স দেন। ১নং বিবাদী ১০-২-৯১ ইং তারিখে উহা প্রাপ্ত হইয়া উহার কোন উত্তর না দেওয়ায় বাদী বাধ্য হইয়া উক্ত বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিতের প্রার্থণায় চাকুরীতে পুনর্বহালসহ উক্ত পিন বাবদ ১৫,৮১৪·৫০ টাকা মূল পাওনা হইতে কর্তনের আদেশ বাতিলের প্রার্থনায় এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর আরজির যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করেন ও বলেন যে, বাদীর মোকদ্দমা অত্র আকারে চলিতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমা তামাদি বারিত। বাদীর মোকদ্দমা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। স্বীকৃতি, সম্মতি ও উপেক্ষা হেতু বাদীর মোকদ্দমা অচল।

উত্তরদায়ক বিবাদী বাদীর আরজির যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করতঃ পুনরায় বলেন যে, বাদীর অতীত চাকুরী জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ। তিনি একজন অসৎ ব্যক্তি। বাদী বিবাদী মিলের মেকানিক্স বিভাগ এর 'খ' পালায় ১নং মিলে সহকারী হেড পিনবয় হিসাবে কর্মরত ছিল। বাদী বিবাদী মিলের সম্পত্তি গ্রাস করিয়া অন্যায়ভাবে লাভবান হইবার অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র আদালতের ৮/৯১ নং মোকদ্দমার বাদী আশরাফ আলীর (টোকেন নং ২০০৫৯) ও আরও কতিপয় শ্রমিকের সহিত যোগসাজসে ৬(০·১৯২)×১·৭×৮ সাইজের ১০৩৭ পিন আত্মসাৎ করিয়া গুরুতর অসদাচরণমূলক অপরাধ করিয়াছেন। বাদী ও ৮/৯১ নং মোকদ্দমার বাদী আশরাফ আলী উভয়েই গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২৪০০০ পিন মিল ষ্টোর হইতে গ্রহণ করেন। উক্ত ২৪০০০ পিন এর মধ্যে হইতে বাদী ৪০০০ পিন সহকারী প্রকৌশলী শ্রী বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট জমা দেন এবং বাকী ২০,০০০ পিন খরচ হইয়াছে বলিয়া জানান। প্রাথমিক তদন্তকালে বাদী এবং আশরাফ আলীর স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বাধিক ৯৬০০ পিন বিভাগীয় কাজে খরচ হইয়াছে এবং তাহার অসদুদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য উভয়ে যোগসাজসে মিল ষ্টোর হইতে অধিক সংখ্যক পিন আনিয়া উহা মিলের কাজে না লাগাইয়া সুপরিকল্পিতভাবে অব্যবহৃত ১০,৪০০ পিন মিলের বাহিরে পাচার করিয়াছেন যাহা আইন-শৃংখলা ও মিলের স্বার্থের পরিপন্থী।

গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখ হইতে ৫-৬-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে বাদীর নামে ১২,০০০ পিন, হেড পিনবয় মোঃ আশরাফ আলীর নামে ৪০০ পিন ইস্যু করা হয়। ইহার মধ্যে উক্ত আইয়ুব আলী হেড পিন বয় 'ক' পালা এর নামে ৪,০০০ পিন ইস্যু করা হয়। ইহার মধ্যে আইউব আলী ও বাদী ইং ১৭-৪-৯০ তারিখেই ভান্ডার হইতে গৃহীত ৪০০ পিন দিয়া দেন। তদন্তের সময়ে 'ক' পালার হেড পিনবয় আইউব আলী টোকেন নং ২০৫৬১, আহসান উল্লাহ টোকেন নং ১১১১৬, আঃ রহিম টোকেন নং ১৬৫৪০, আইনাল হক টোকেন নং ২০৬২৯ ও আবুল কালাম টোকেন নং ২০৮৩৭ বলেন যে, বার খোলার জন্য ০১৯২ সাইজের পিন ব্যবহার করিতে গিয়া ভাংগিয়া যাওয়ায় তাহারা উক্ত সাইজের পিন ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন।

সাধারণতঃ ব্যবহৃত পিন সংশ্লিষ্ট বিভাগে রাখা হইয়া থাকে কিন্তু বিভাগীয় তদন্তের সময়ে মিঃ ইউছুপ ব্যবস্থাপক রক্ষনাবেক্ষণ, মিঃ বিজয় ভূষণ রায়, যান্ত্রিক প্রকৌশলী ও পিন বিভাগের প্রধান চার্জ হ্যান্ডম্বয় ও অন্যান্য শ্রমিকদের উপস্থিতিতে একটি ড্রাম কাটিয়া ০·১৯২ সাইজের পিন অনুসন্ধান করিলে ঐ ড্রামে ঐ সাইজের একটি পিনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত তল্লাশী বাদী ও আশরাফ আলীর উপস্থিতিতে করা হয়। ০·১৯২ সাইজের পিনের গোলমাল ধরা পড়ায় বিভাগীয় পর্যায়ে অব্যবহৃত ৪০০০ পিন সহকারী প্রকৌশলী মিঃ বিজয় ভূষণ ফেরত গ্রহণ করেন। বাদী ও হেড পিনবয় আশরাফ আলী দাবী করেন যে, ইং ২১-৩-৯০ তারিখ হইতে ইং ৫-৬-৯০ তারিখ পর্যন্ত 'ক' ও 'খ' পালার প্রতি পালায় ৯৬০০ পিন হিসাবে মোট ১৯,২০০ পিন খরচ হইয়াছে। কিন্তু 'ক' পালার হেড পিনবয় ও তাহার সহযোগী পিনবয়দের বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, 'খ' পালার হেড পিনবয়ও আশরাফ আলীর নিকট হইতে মাত্র ৫৩৭ পিন লইয়া ব্যবহার করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, 'খ' পালায় ৯৬০০ পিন খরচ হইয়াছিল, 'ক' পালায় ৫৩৭টি, মিঃ বিজয় ভূষণ এর নিকট নূতন ৪০০০ পিন একুনে ১৪,৯৬৩টি পিনের হিসাব পাওয়া যায় কিন্তু বাদী ও হেড পিনবয় আশরাফ আলী বাকী ২৪০০—১৪৯৬৩= ৯০৩৭টি পিনের কোন হিসাব দিতে পারেন নাই। বাদী অন্যান্যদের সহিত সুপরিকল্পিতভাবে পরস্পর যোগসাজসে অতিরিক্তভাবে ভান্ডার হইতে ইস্যু করাইয়া সুযোগমত মিল হইতে সরাইয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন।

প্রাথমিক তদন্তে বাদী ও তাহার সহযোগী মোহাম্মদ আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা পরস্পর যোগসাজসে কোম্পানীর ৯০৩৭ পিন আত্মসাৎ করিয়া কোম্পানীর ৩১,৬২৯.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়াছেন এবং সেজন্য গুরুতর অসদাচরণমূলক অপরাধ করিয়াছেন। উক্ত অসদাচরণের জন্য অভিযোগ পত্র তৈয়ার করিয়া গত ১৫-৮-৯০ ইং তারিখে তাহাদের উপর পৃথকভাবে অভিযোগ প্রদান করা হইলে এবং ১৯-৮-৯০ ইং তারিখে তাহাকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। অভিযোগ পত্র পাইবার পর বাদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একটি লিখিত জবাব প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তিন সদস্যবিশিষ্ট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তের নোটিশ বাদীর উপর যথারীতি জারী হইলে তদন্তের জন্য নির্ধারিত দিনে বাদীর সম্মুখে তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এবং বাদীর সম্মুখে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বাদী তদন্ত কমিটির সম্মুখে তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী হাজির করেন নাই। তদন্ত কমিটি বাদীর সম্মুখে সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা লিপিবদ্ধ করেন এবং বাদীর উপস্থিতি প্রমাণের জন্য তদন্ত কার্যক্রমের প্রত্যেক পাতায় স্বেচ্ছায় তারিখসহ দস্তখত প্রদান করেন। তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট অভিযোগের পর সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করেন। তদন্ত কমিটি বাদীর নিকট হইতে মিথ্যা আশ্বাস ও ভয় ভীতি দেখাইয়া সাদা বা লিখিত কাগজে বাদীর কোন দস্তখত গ্রহণ করেন নাই। তদন্ত কমিটি কর্তৃক লিখিত কাগজপত্র বাদীকে পড়িয়া শোনাইলে বাদী উহাতে দস্তখত দেন। আইনানুগভাবে তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কার্যক্রম আইনানুসারে পরিচালিত হয়। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ থাকে। তদন্ত কমিটির সম্মুখে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বাদী গুরুতর অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করিলে মিল কর্তৃপক্ষ মিলের বৃহত্তর স্বার্থে এবং এই ধরণের অসাধু অসদাচরণের পুনরাবৃত্তিরোধে গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখে মিলের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক ও পক্ষপাতিত্বহীন এবং ন্যায় বিচারের নীতিমালার পরিপূরক। বাদীর অতীত চাকুরী জীবন ইতিহাস বর্তমানে কৃত অসদাচরণ ও মিলের স্বার্থে চাকুরীতে পুনর্বহাল সম্ভব নহে বিধায় অত্র মোকদ্দমায় খরচা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা কি অত্রাকারে চলিতে পারে?

২। ইহা কি তামাদি বারিত?

৩। বাদী কি অত্র মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইতে হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৩ বিচার্য বিষয়ঃ বিচারের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় ৩টি একত্রে লওয়া গেল। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তাহার সওয়াল জবাবে উল্লেখ করেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি অতিরিক্ত পিন ব্যবহার দেখাইয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। অপরদিকে বাদী বলেন যে, তিনি উক্ত অতিরিক্ত পিন ব্যবহার করিয়া অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হইতে পারেন না। বাদী আরও বলেন যে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাহাকে ন্যাচারাল জাস্টিস এর সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বাদীকে সাদা কাগজে ও লিখিত কাগজে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দস্তখত লওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া তদন্ত কমিটি বাদীর হাজিরা দেওয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই। বাদী ও তাহার অপর সহযোগী হেড পিনবয় মোঃ আশরাফ আলী ২৪,০০০ পিন লইলেও তাহারা উহা অতিরিক্ত খরচ করেন নাই।

বাদী আরও বলেন যে, তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য যে, বাদী ও তাহার সহযোগী হেড পিনবয় মোঃ আশরাফ আলী অতিরিক্ত পিন ষ্টোর হইতে ইস্যু করাইয়া লইয়া খচর করা দেখানোর জন্য তাহাদের পরীক্ষা করা হয় এবং তদন্তকালে দেখা যায় যে, তাহারা অন্যান্যদের তুলনায় বেশী পিন খরচ করিয়াছেন। তাহারা উভয়েই ষ্টোর হইতে কার্ড পিন দস্তখত দিয়া ডেলিভারী লন। যেহেতু বাদী ও মোঃ আশরাফ আলী কার্ড পিন লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ইহার পর বাদী অভিযোগ পত্রের জবাব দাখিল করিলে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য তদন্ত কমিটি বাদী ও মোঃ আশরাফ আলীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করেন এবং নির্ধারিত তারিখে বাদী ও আশরাফ আলী তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদের সম্মুখে তদন্ত কমিটি সাক্ষী গ্রহণ করেন এবং বাদী ও সাক্ষীদের জেরা করেন এবং তাহারাও তাহাদের জবাবের স্বপক্ষে সাক্ষী প্রদান করেন। বাদী এবং আশরাফ আলী স্বশরীরে উপস্থিত থাকিয়া তদন্ত কার্যক্রমের সকল পাতায় দস্তখত দেন। তদন্ত কমিটি বাদীকে ভয় দেখাইয়া কোন সাদা কাগজ বা লেখা কাগজে দস্তখত গ্রহণ করে নাই। উক্ত তদন্তের সময়ে উভয় পক্ষ কাগজপত্র দাখিল করেন। বাদী সাক্ষীসহ তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাদী কোন সাক্ষী তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বাদী ঐ সমস্ত সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত করিয়া বলান নাই যে, তদন্ত কমিটি তাহাদের সাক্ষী গ্রহণ করেন নাই। এমতাবস্থায়, বাদী তাহার মোকদ্দমার আরজিতে তদন্ত কমিটির সম্মুখে বাদী কর্তৃক হাজিরকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পরিশেষে বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, অতিরিক্ত পিন খরচ দেখাইয়া উহা আত্মসাতের দরুণ বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া বাদীকে উহা সরবরাহ করিলে বাদী লিখিত জবাব দেন এবং উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি বাদীকে আইনানুগ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাহার সম্মুখে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ও তদন্ত কার্যক্রমের উপর বাদীর দস্তখত লইয়া বাদী যে উক্ত অতিরিক্ত পিন খরচের অজুহাত দেখাইয়া তাহার সহযোগী হেড পিনবয় আশরাফ আলীর সহিত আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ বাদী ও আশরাফ আলীকে চাকুরী হইতে আইনানুসারে বরখাস্ত করেন। এমতাবস্থায়, উক্ত বরখাস্তের আদেশ বহাল থাকিবে এবং বাদী এই মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন না বলিয়া মোকদ্দমায় খরচা খারিজের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলে বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (ক) ধারা অনুসারে বিবাদী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রিভ্যান্স দেন। উক্ত কার্ড পিনে কোন প্রকার ট্রেড মার্ক বা সাংকেতিক চিহ্ন নাই। গত ২৩-৮-৯০ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরীতে যোগদান করিবার আদেশ দেওয়া হয়। ইহাতে বাদী মনে করেন যে, কথিত অভিযোগ মনে হয় শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ইহার পরও দেখা যায় যে, উক্ত অভিযোগের বিষয় শেষ হয় নাই। মিলে ৩ শিফটে কাজ হয়। উহা তিন ভাগে অর্থাৎ 'ক', 'খ' ও 'গ' পালায় বিভক্ত। বাদী 'খ' পালায় কাজ করিতেন এবং সেখানে 'ক' ও 'গ' পালার শ্রমিকরাও কাজ করিতেন। সুতরাং একই মেশিনে তিন পালার ৩ জন শ্রমিক কাজ করায় উক্ত 'ক' পালার কাজের শেষে 'খ' পালার শ্রমিককে কাজ বুঝাইয়া দেওয়ার সময়ে কার্ড পিনের হিসাব দেওয়ার কোন প্রথা বা আইন মিলে চালু নাই। ৪০০০, ৩০০৫ কার্ড পিনের রশিদ আদালতে আসে নাই। উক্ত কার্ড পিনের রশিদ প্রমাণিত হয় নাই। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পালায় একই সংখ্যক কার্ড পিন ব্যবহৃত হইবে এমন কোন ধরা বাধা নিয়ম নাই। প্রতি শিফটে ১৬০০ কার্ড পিন খরচ হইতে পারে অথবা বেশীও হইতে পারে বা কমও হইতে পারে। প্রতি শিফটের কাজের শেষে প্রতি মিল গেটে ও মেইন গেটে নিরাপত্তাপ্রহরী থাকে এবং তাহারা নিয়োগকৃত কর্মরত সকল শ্রমিকদের চেক করিয়া মিল অভ্যন্তরে ঢুকায় ও চেক করিয়া

বাহির করিয়া দেয়। বাদী পিন জমা দিয়াছে উহা বিবাদী পক্ষ স্বীকার করেন। কারণ সহকারী প্রকৌশলী মিঃ বিজয় ভূষণ রায়ের নিকট পিন জমা দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত প্রতি শিফটে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্ড পিন খরচ হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই এবং বাদী উক্ত পিন ষ্টোর হইতে তিন শিফটে খরচ করার পরও বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইল। বাদী চুরি করিলে চুরি কেস হইত। নিরাপত্তা প্রহরীরাও গেটে বাদী ও তাহার সহযোগী হেড পিনম্যান আশরাফ আলীর শরীর হইতে কোন কার্ড পিন উদ্ধার করে নাই। উক্ত পিনসমূহ পর্যায় ক্রমে তিন শিফটে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রশ্ন আসে যে, উক্ত কার্ড পিন চুরির জন্য বাদী এককভাবে দায়ী হইতে পারেন না। উহার জন্য কে দায়ী হইবেন তাহা প্রমাণ হয় না। আইউব আলী অথবা চার্জ হ্যান্ড আদালতে আসিয়া সাক্ষী দেন নাই। যেহেতু তিন শিফটে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক কাজ করেন সেজন্য উক্ত কার্ড পিন কমতি বা ঘাটতির ব্যাপারে তিন শিফটের তিনজন শ্রমিকই যৌথভাবে দায়ী হইবেন। এককভাবে বাদী ও আশরাফ আলী দায়ী হইতে পারেন না। উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত না করিয়া বাদীর বক্তব্য ও জবাবের বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিবাদী পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মনগড়া প্রতিবেদন দিয়াছেন যাহার দরুণ বাদী ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ কৌশলী উক্ত বাদীর চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা মতে দেখা যায় যে, বাদী 'খ' পালার শ্রমিক। তিনি ও আশরাফ আলী দস্তখত দিয়া ষ্টোর হইতে কার্ড পিন লইলেও উহা একই মেশিনে তিন শিফটে পৃথক পৃথক শ্রমিকে কাজ করিয়া উক্ত বাদী কর্তৃক লওয়া কার্ড পিন ব্যবহার করেন এবং উক্ত কার্ড পিন প্রতি শিফটে নির্দিষ্ট পরিমাণে লাগিবে বলিয়া কোন নিয়ম না থাকায় এবং কমবেশী লাগিতে পারে বলিয়া এবং তিন শিফটের শ্রমিক উক্ত পিনসমূহ ব্যবহার করায় এককভাবে বাদী ও আশরাফ আলীকে দায়ী করা যায় না। ইহা ছাড়া মিল গেটে নিরাপত্তা প্রহরী বাদীর ও আশরাফ আলীর সহ তল্লাশীকালে কোন কার্ড পিন কোন দিন উদ্ধার না করায় উক্ত পিনসমূহ বাদী বাহিরে লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ না হওয়ায় বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত সঠিক ও নিরপেক্ষ না হওয়ায় বাদী ন্যায় বিচার ও ন্যাচারাল জাষ্টিস হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বাদী এই মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইতে আইনতঃ অধিকারী। অত্র মোকদ্দমা অত্র আকারে চলিতে পারে এবং উহা তামাদি বারিত নহে। বিচার্য বিষয়গুলি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিলাম।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। গত ২৯-১-৯১ ইং তারিখের ১০২২/এল, বি ১৩(ক) নং স্মারকের বাদীর বরখাস্তের আদেশ বাতিল করতঃ বাদীকে ১০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া গেল এবং বাদীর নিকট হইতে তাহার পাওনাদি হইতে কার্ড পিন বাবদ ১৫,৮১৪·৫০ টাকা কর্তনের আদেশ বাতিল করা গেল।

আদিত্য কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য ঃ ১। জনাব ভূঞা ওয়ালিয়র রহমান
২। জনাব দীন মোহাম্মদ

মোকদ্দমা নং সি-২৪/৯১

প্রার্থী ঃ সুলতান আহমেদ গাজী, পিতা মৃত আবদুল ওহাব গাজী, গ্রাম কাকুরিয়া, পোঃ কাঠিপাড়া, জেলা বরিশাল।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ, পক্ষে মহা ব্যবস্থাপক, শহর খালিশপুর, খুলনা।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম,

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম,

শুনানীর তারিখ ঃ ১০-৯-৯৫ ও ১২-৯-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ ঃ ১৮-৯-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক একটি মামলা।

প্রার্থীর মামলার বিষয় বস্তু সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

প্রার্থী সুলতান আহমদ গাজী ইং ১৪-৪-৮২ তারিখে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিমিটেডে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তখন থেকে তিনি সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার চাকুরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন। প্রতিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে ১০-২-৯১ তারিখে এক অভিযোগ পত্র ইস্যু করেন এবং তাহাকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। উক্ত অভিযোগ পত্রে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা এবং ইং ৮-২-৯১ তারিখে নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ এর নির্দেশে নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং কোন চুরি সংঘটিত হয় নাই। প্রার্থী ইং ১৬-২-৯১ তারিখে উক্ত অভিযোগ-পত্রে আনীত অভিযোগ অস্বীকারে লিখিত জবাব দাখিল করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ২৩-২-৯১ ইং তারিখের পত্র দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ৫-৩-৯১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে নির্ধারিত দিনে তদন্তে হাজির হইতে নির্দেশ দেন এবং প্রার্থী তদন্তে হাজির হন। উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই ও প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী তাহার সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করে নাই এবং প্রার্থীকে কোন সাক্ষীর জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাহার বক্তব্য সঠিকভাবে লেখা হয় নাই এবং প্রার্থীর দাখিলী জবাবের

আলোকে কোন তদন্ত হয় নাই। তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নাই এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করেন নাই। তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে মিথ্যা আশ্বাস ও ভয় ভীতি দেখাইয়া বেশ কিছু লিখিত কাগজে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। কিন্তু লিখিত কাগজে কি লেখা ছিল জানী জানানো সত্ত্বেও প্রার্থীকে পড়িতে দেন নাই। প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার মত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ তদন্ত কমিটির সামনে ছিল না। তদন্ত শেষে ২০-৫-৯১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা অন্যায়, অবৈধ এবং প্রচলিত শ্রম আইনের পরিপন্থী।

প্রার্থী ২৮-৫-৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি এ/ডি ডাক যোগে প্রতিপক্ষের নিকট বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানাইয়া গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাকে পুনর্বহাল না করায় প্রার্থী তাহার আর্জিতে বর্ণিত প্রতিকারের দাবীতে মামলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বলেন যে, প্রার্থীর অত্র মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং অত্র আকারে ও প্রকারে প্রার্থীর মামলা অচল।

প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

প্রার্থী ৮-৯-৯১ ইং তারিখে বিকাল ৪টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত ২নং মিলের গেটে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে ডিউটি পোষ্টে সঠিকভাবে ডিউটি না করিয়া ডিউটি পোষ্ট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান তখন ২ নং মিলের ব্যাচিং বিভাগ হইতে এ্যালুমোনিয়ামের তৈরী মূল্যবান ৫টি রোলার ফর্মা চুরি হইয়া যায়। উক্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী চোরের সাথে যোগসাজসে রোলার ফর্মাগুলি চুরি করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য তিনি নিজের কর্মস্থল ত্যাগ করেন। উপরোক্ত মারাত্মক অসদাচরণের অভিযোগে প্রার্থী প্রতিপক্ষ কর্তৃক সাময়িক কর্মচ্যুত হন এবং তাহাকে ১০-১২-৯৩ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ৭ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারে ১৬-২-৯১ ইং তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন যাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিপক্ষ ২০-২-৯১ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ দ্বারা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ইহার অনুলিপি প্রার্থীকে দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ৫-৩-৯১ ইং তারিখের নোটিশ দ্বারা প্রার্থীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেন এবং প্রার্থী যথাসময়ে সাক্ষী ও কাগজপত্রসহ তদন্তে হাজির হন এবং তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল এবং তদন্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর হইতে প্রার্থীর বরখাস্ত হওয়ার তারিখের পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থী তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং প্রার্থীকে তদন্তের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দেয় সাক্ষীদের জবানবন্দী প্রার্থীর সম্মুখেই লেখেন এবং প্রার্থী তাহাদেরকে জেরা করেন। তদন্ত কমিটি প্রার্থীর জবানবন্দী ও জেরা লেখেন এবং প্রার্থীর আনিত সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তদন্ত কমিটি ন্যায় বিচারের নীতিমালা অনুসরণ করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেন। তদন্তে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত কমিটি ২৪-৬-৯১ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ ২০-৫-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ এবং ন্যায় বিচারের পরিপূরক হইয়াছে।

মিলের মালামাল চুরিসহ বিভিন্ন গুরুতর অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রার্থীকে ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষের ৭-১২-৮৬, ৬-৩-৮৮ এবং ৫-৪-৮৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা লঘু শাস্তি হিসাবে সাময়িক কর্মচ্যুতিসহ সতর্ক করা হইয়াছিল। আরো উল্লেখ্য যে, প্রার্থী ১৫-৪-৮২ ইং

তারিখে স্থায়ী চাকুরী পাইবার পূর্বে মিলে বদলী নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে মিলের মাল চুরির দায়ে তাহাকে বদলী/চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ দয়াপরাবশ হইয়া বদলী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করেন এবং পরে ১৫-৪-৮২ তারিখে প্রার্থী স্থায়ী চাকুরী লাভ করে। প্রার্থীকে বার বার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও প্রার্থীর চরিত্রের কোন সংশোধন হয় নাই। প্রার্থী অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মিলের মালামাল পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি মিলের মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর চুরি প্রতিহত করিবার পরিবর্তে চুরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দেন। এইজন্য প্রতিপক্ষ তাহার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মিলের চুরি প্রতিহত করিতে অসমর্থ নিরাপত্তা প্রহরীকে আর কোন সুযোগ দেওয়া সমিচীন নহে বিবেচনা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ প্রার্থীকে আইনসংগতভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। কাজেই প্রার্থীর অত্র মামলা খারিজ হইবে। তিনি কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী হইতে পারেন না।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আর্জিতে বর্ণিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

যুক্তি-তর্ক শ্রবণকালে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী পেশ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের চাকুরী হইতে প্রার্থীকে ইং ২০-৫-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা বরখাস্তকরণ আদেশ অন্যায়, অবৈধ ও অকার্যকরী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী হইয়াছে। কাজেই প্রার্থী চাকুরীতে পূর্নবহালের অধিকারী।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রার্থীর চাকুরী বরখাস্তের আদেশ বৈধ এবং প্রার্থী কোন প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

স্বীকৃত মতে প্রার্থী প্রতিপক্ষের মিলে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে ইং ১৪-৪-৮২ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১০-২-৯১ তারিখে এই মর্মে এক অভিযোগ নামা আনয়ন করেন যে, বিগত ৮-২-৯১ তারিখে তাহার কর্তব্যরত অস্বহায় কর্মস্থল ত্যাগ করায় ৫টি রোলার ফর্মা চুরি হইয়া যায়।

প্রতিপক্ষের দাবী এই যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত হয় এবং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ২০-৫-৯১ তারিখে বরখাস্ত করা হয়।

অপর দিকে প্রার্থী দাবী করেন যে তাহার দায়িত্বকালীন সময়ে কেন চুরি সংঘটিত হয় নাই এবং তদন্ত কমটি নিরপেক্ষ ছিল না এবং প্রার্থীর সম্মুখে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং কোন সাক্ষীকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই এবং প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাহা ছাড়া তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করেন নাই এবং প্রয়োজনীয় কাগজাদি পরীক্ষা করেন নাই। এবং তদন্ত কমিটি তদন্তের নীতিমালা লংঘন করিয়াছেন। প্রদর্শনী 'খ' কারণ দর্শানো নোটিশ এবং বিবাদী পক্ষের ১ নং সাক্ষীর জবান-বন্দী নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ৫টা রোলার ফর্মা ঘটনাস্থল হইতে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে চুরি হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ পক্ষের লিখিত জবাবের ৮ নং অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ৫টি রোলার বর্মা চুরি হইয়াছিল। কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে উক্ত লিখিত জবাবের মধ্যে কোথায়ও ৫টি রোলার ফর্মার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রোলার বার্মা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা আদালতের নিকট বোধগম্য নহে।

কাজেই লিখিত জবাবে উল্লেখিত ৫টি রোলার বার্মা এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগও প্রতিপক্ষের ১ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যতে উল্লেখিত ৫টি রোলার বার্মা চুরির ঘটনা পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রতিপক্ষ মিল হইতে উল্লেখিত তারিখে ও সময়ে ৫টি রোলার ফর্মা চুরি হইয়াছিল। তাহা হইলে এখন দেখিতে হইবে যে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রোলার ফর্মা চুরি সংঘটিতজনিত অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কি না?

উভয়পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য, দাখিলী কাগজপত্রাদি ও উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিলাম। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায় প্রতিপক্ষ পক্ষের সাক্ষী হিসাবে বি, জি, কুদ্দুস এর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। অত্র আদালতে প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, উক্ত প্রতিপক্ষের সাক্ষী বি, জি, কুদ্দুসকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। তদন্ত কার্যক্রম দৃষ্টে প্রার্থীর উক্ত বক্তব্য সমর্থন করেন।

স্বীকৃতমতে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ৯-২-৯১ ইং তারিখে প্রথম ৫টি রোলার ফর্মা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং চুরির বিষয়ে প্রথমে ব্যাচিং বিভাগ নিরাপত্তা বিভাগকে এবং নিরাপত্তা বিভাগ ব্যবস্থাপককে অবহিত করে এবং তদন্তের সময়ে চুরির ঘটনাস্থলে কাহাদের ডিউটি ছিল প্রার্থীর আদৌ ডিউটি ছিল কিনা তাহা তিনি তদন্ত করিয়া দেখেন নাই। তিনি তাহার জেরায় আরও স্বীকার করেন যে চোরাই মালের জন্য দুইজন বদলী শ্রমিক ও একজন স্থায়ী শ্রমিককে উক্ত চুরির মালামালসহ ধরা হয়। নিরাপত্তা বিভাগ তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদেরকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে এবং স্থানীয় থানায় এজাহার দায়ের করা হয় কিন্তু অত্র মামলার প্রার্থী সুলতান আহমদ উক্ত এজহার ভুক্ত আসামী ছিল না এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেহ লিখিত-ভাবে অভিযোগ করে কি না তাহাও তিনি বলিতে পারেন না এবং এই বিষয়ে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষী মানিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করান। থানায় সোপর্দকৃত আসামীদের জবানবন্দী যাহা নিরাপত্তা বিভাগ গ্রহণ করে এবং থানায় প্রতিপক্ষ যে এজাহার করে তাহার কপি বা ব্যাচিং বিভাগ হইতে নিরাপত্তা বিভাগে এবং নিরাপত্তা বিভাগ হইতে মিলের ব্যবস্থাপককে অবহিতকরণ বিষয়ে কোন কাগজপত্র প্রতিপক্ষ আদালতে দাখিল করেন নাই।

উপরন্ত প্রতিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখিত সাক্ষী বি, জি, কুদ্দুস তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে ঘটনার সময় কে বা কাহারা ঘটনাস্থলে কর্মরত ছিল তাহা তিনি ডিউটি রোস্টার না দেখিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু তদন্ত কমিটি উক্ত ডিউটি রোস্টার তলবপূর্বক তদন্ত করেন নাই কিংবা উক্ত ডিউটি রোস্টার অত্র আদালতেও দাখিল করেন নাই।

প্রতিপক্ষের একমাত্র সাক্ষী অত্র আদালতে স্বীকার করেন যে তদন্তের সময় ঘটনাস্থলে ডিউটিরত শ্রমিক সেলিমকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত সেলিমকে তদন্তের স্বার্থে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির করিবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহা তদন্ত কার্যক্রমের মধ্যে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি তদন্ত কার্যক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য যথেষ্ট নহে। তদন্তে ন্যায় বিচারের নীতিমালা পরিপূর্ণ-ভাবে অনুসরণ করা হয় নাই। প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তদন্ত কমিটির কার্যক্রমে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। তদন্তের সময় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নাই। কাজেই তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর

করিয়া প্রার্থীকে চাকুরীচ্যুতির যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহা আইন সংগত হয় নাই এবং স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের (Natural Justice) নীতিমালা লংঘিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তের উপনীত হই যে প্রার্থী তাহার আর্জিতে বর্ণিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী এবং ২০-৫-৯১ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ এবং প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। কিন্তু প্রার্থী কোন বকেয়া মজুরী পাইতে অধিকারী নহে।

ফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুর যোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থীর ২০-৫-৯১ ইং তারিখের চাকুরী বরখাস্তের আদেশ বাতিল ঘোষণাপূর্বক প্রার্থীকে বিনা বকেয়া মজুরীতে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,
খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য : ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন।
২। জনাব এ, বি, এম, নূরুল আলম।

মামলা নং সি ১১/৯২

প্রথম পক্ষ : মোঃ আবু বক্কর শেখ, পিতা মোঃ আজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ওরফে শেখ, সাং সংকোচখালী, পোঃ শত্রুজিৎপুর, উপজেলা ও জেলা মাগুরা।

দ্বিতীয় পক্ষ : মাগুরা টেক্সটাইল মিলস্ পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাং মগুরা, পোঃ মাগুরা, জেলা মাগুরা।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি : এডভোকেট, জনাব আবু মহসিন।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি : এডভোকেট, জনাব এ, জেড, এম, দেলওয়ার হোসেন।

শুনানীর তারিখ—২৬-২-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ—৭-৩-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি দরখাস্ত। প্রার্থী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:—

প্রার্থী মোঃ আবু বকর শেখ ইং ১৫-৯-৮৬ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ মিলে ওয়াইন্ডার পদে স্থায়ী হন এবং তিনি ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে অসুস্থ হন। মিলের ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করেন। এবং পরে তাহাকে মাগুরা হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাহাকে বেংগল টেক্সটাইল মিলে জুনিয়র মেডিকেল অফিসারের নিকট রোগ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এবং তিনি প্রার্থীকে পরীক্ষা করেন। ডাক্তার তাহাকে টি বি রোগী বলিয়া ঘোষণা দেন এবং ইং ৬-১০-৮৯ তারিখ হইতে ৫-১-৯০ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ যক্ষ্মা ছুটি মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন। প্রতিপক্ষ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীকে জোনাল মেডিকেল অফিসারের নিকট পাঠানো হইলে তিনি তাহাকে পুনরায় পরীক্ষা করেন এবং ইং ৬-১-৯০ তারিখ হইতে দ্বিতীয় কিস্তি ৩ মাস বিশেষ যক্ষ্মা ছুটি মঞ্জুর করার সুপারিশ করেন এবং কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করেন। একইভাবে পুনঃ প্রার্থীকে জোনাল মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি ইং ৬-৪-৯০ তারিখ হইতে আরও দুই মাসের বিশেষ যক্ষ্মা ছুটি মঞ্জুরের সুপারিশ করেন। এবং কর্তৃপক্ষ তাহা মঞ্জুর করেন এবং পরবর্তীতে তাহাকে একইভাবে জোনাল মেডিকেল অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ইং ৭-৬-৯০ তারিখ হইতে আরও ১ মাস ছুটি মঞ্জুরের সুপারিশ করেন এবং কর্তৃপক্ষ তাহা মঞ্জুর করেন। ছুটি শেষ হইলে তাহকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জোনাল মেডিকেল অফিসার তাহাকে কাজে যোগদানের পরামর্শ দেন। শেষের একমাস যক্ষ্মা ছুটি শেষ হওয়ার পর প্রার্থী পূর্ণভাবে সুস্থ হন নাই কিন্তু কাজে যোগদান করিতে বাধ্য হন, কাজে যোগদান করার পরে বুঝিতে পারেন যে যক্ষ্মা মুক্ত হন নাই এবং ইং ১১-৮-৯১, ১২-৮-৯১, এই দুই দিন পুনরায় চিকিৎসা ছুটি লইয়া বাড়ীতে গমন করেন এবং তাহার গলা হইতে রক্তক্ষরণ প্রবল কলিতে শ্বাস নালী বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর তিনি ১৩-৮-৯১ তারিখে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোহাম্মদপুরে মেডিকেল অফিসার, জনাব আ, স; ম, আলমগীর চৌধুরীর চিকিৎসাধীনে আছেন। বাড়ীতে অসুখ বাড়িয়া যাওয়ায় প্রার্থী প্রতিপক্ষ মিলে কাজে যোগ দিতে পারেন নাই। এবং গ্রামের একজন শ্রমিক দ্বারা প্রতিপক্ষ মিলে রোগ বৃদ্ধির কথা জানাইয়া ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন। অসুস্থতার কারণে প্রার্থী বেশ কিছুদিন প্রতিপক্ষ মিলে কাজ করিতে যাইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রতিপক্ষ মিল তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন এবং রেজিষ্ট্রি ডাকযোগ পত্র প্রেরণ করেন যাহা প্রার্থীর নিকট পৌঁছায় নাই। পোষ্টাল অফিসের কর্মচারী ঐরূপ কোন রেজিষ্ট্রার্ড চিঠি প্রার্থীকে বা তাহার পরিবারের সদস্যকে প্রদান করেন নাই এবং কথিত অভিযোগ পত্র বিলি না হইয়া প্রতিপক্ষের নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। প্রার্থীর চিকিৎসক জনাব আ, স, ম, আলমগীর চৌধুরী চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থীকে শারীরিক ও মানষিক বিশ্রামের পরামর্শ দেন এবং প্রার্থী সে অবস্থায় বিশ্রামে থাকেন। ডাঃ আ, স, ম, আলমগীর চৌধুরী তাহার ৬-২-৯২ ইং তারিখ প্রার্থীকে রোগমুক্ত ঘোষণা করেন এবং তন্মধ্যে প্রার্থীর বরাবর সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। ডাঃ আ, স, ম, আলমগীর চৌধুরী চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এবং তাহার পরামর্শে বিশ্রাম গ্রহণ অবস্থায় ইং ৬-২-৯২ তারিখে কে বা কাহারা প্রতিপক্ষের একখানি রেজিস্টার্ড পত্র প্রার্থীর বাড়ীতে পৌঁছইয়া দেন। খাম খুলিয়া চিঠি পাইয়া প্রার্থী সর্ব প্রথম জানিতে পারেন যে ইং ২৪-৮-৯১ তারিখ হইতে দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত

থাকার কারণে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ অভিযোগ আনয়ন করেন এবং রেজিস্ট্রারী ডাকে তাহা প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রার্থী তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন লিখিত বা মৌখিক আপত্তি দাখিল করিতে পারেন নাই। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজে অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ আনয়ন করে।

প্রার্থীর দরখাস্ত পত্র প্রাপ্তির পর ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ১৮-২-৯২ তারিখে গ্রিভ্যান্স পিটিশন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রার্থী প্রতিপক্ষ মিলে গমন করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের চেষ্টা করেন এবং তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হয়। এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে প্রার্থী আদালতে আশ্রয় লওয়া হইতে বিরত থাকেন। অবশেষে ইং ১১-৪-৯২ তারিখে প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদন জানাইয়া পুনরায় প্রতিপক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকে দরখাস্ত প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ মিলের উপমহাব্যবস্থাপক এর বরাবরে প্রেরণ করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তাহাকে পুনর্বহাল করেন নাই। প্রতিপক্ষ ১১-৫-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীর ১৮-২-৯২ তারিখের গ্রিভ্যান্স দরখাস্তের দাবী মতে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে অস্বীকার করেন। কাজেই আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাইবার জন্য অত্র মামলা করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিপক্ষ মাগুরা টেক্সটাইল মিলস মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং আরজীতে উল্লিখিত অভিযোগ ও বিবরণ প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রতিপক্ষ বলেন যে, মামলাটি তামাদিতে বারিত, এবং প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে। প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলাটি নিম্নরূপ :—

প্রার্থী তাহার চাকুরীর প্রারম্ভ হইতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে তাহার ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকিতে ও কর্তব্য কার্যে অবহেলা করিতে অভ্যস্থ হয়। তাহার অনুপস্থিতি ও কাজে অবহেলার জন্য বিভিন্ন সময় তাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করা হয় এবং তাহার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় ও মানবিক কারণে ইং ১২-৮-৮৮, ১৪-৯-৮৮, ২৬-৬-৮৯ তারিখের পত্রে তাহাকে সতর্কীকরণসহ কার্যে যোগদান করিতে দেওয়া হয়। তাহা সত্ত্বেও প্রার্থীর উৎপাদন ক্রমান্বয় ঘাটতি হইতে থাকে। বাদী ইং ৬-১০-৮৯ তারিখ হইতে দীর্ঘ দিন বিশেষ ছুটি ভোগ করিবার পর ইং ৯-৭-৯০ তারিখের দপ্তর নির্দেশ অনুসারে তাহাকে ইং ১০-৭-৯০ তারিখ হইতে তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাদী তাহার পূর্ব অভ্যাস আদৌ পরিবর্তন না করিয়া পুনরায় ইং ১৫-৪-৯১ তারিখ হইতে ১৬-৫-৯১ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তাহার কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া কাজে যোগদানের অনুমতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিবাদী কর্তৃপক্ষ ইং ২-৬-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে কঠোর সতর্কীকরণসহ কাজে যোগদানের অনুমতি দেন। সর্বশেষ ইং ১১-৮-৯১ ও ১২-৮-৯১ তারিখ ২ দিনের ছুটি লইয়া বাদী আর কাজে যোগদান করেন না এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় তাহার স্থায়ী ঠিকানায় ইং ১৫-১০-৯১ তারিখের অভিযোগ পত্র এ, ডি, সহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। বাদী উক্ত অভিযোগ পত্রের পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ইং ১১-১২-৯১ তারিখের পত্রে তাহাকে বরখাস্ত করা হয় এবং বরখাস্ত পত্রটি এ, ডি, সহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তাহার স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। বাদী উক্ত বরখাস্ত পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হন এবং দীর্ঘ দিন নীরব থাকিয়া ইং ১৮-২-৯২ তারিখের আবেদন পত্রে চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদন করেন। বাদীর উক্ত আবেদন পত্র ইং ২৩-২-৯২ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে প্রদান করা হয়। বাদীর উক্ত অনুপস্থিত সময় তাহার কথিত অসুস্থ থাকা ও চিকিৎসাধীন থাকার উক্তি আদৌ সত্য নয়। বাদী ঐ সময় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকেন এবং পরবর্তীতে ডাক্তারের সহিত যোগাযোগ তদন্তকি,

এস্টিভেটেড সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত আবেদন পত্রের পর বাদী কখনও প্রতিপক্ষ মিলে যান নাই বা তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য কেহ কোন আশ্বাস দেন নাই। এমতাবস্থায় প্রার্থীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে। বিবেচ্য বিষয় নিম্নরূপঃ—

১। প্রার্থী কি আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে আবু বকর প্রতিপক্ষ টেক্সটাইল মিলে ১৯৮৫ সাল হইতে ওয়াইন্ডার পদে স্থায়ীভাবে চাকুরীরত ছিল। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে মিলের কাজে বিনাঅনুমতিতে অনুপস্থিতিজনিত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১১-১২-৯১ তারিখের পত্রমূলে বরখাস্ত করেন। উক্ত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া প্রার্থী অত্র মামলা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী পেশ করেন যে, প্রার্থীর আনীত মামলাটি বিধিমতে তামাদি বারিত পক্ষান্তরে প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশুলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রার্থী সময়মত মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। আরজীর ৬ষ্ঠ প্যারায় উল্লেখ আছে যে, প্রার্থী ইং ৬-২-৯২ তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আরজীর ৬ষ্ঠ প্যারায় উল্লেখ আছে যে, প্রার্থী ইং ১৮-২-৯২ তারিখে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারী ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক প্রার্থী অভিযোগের কারণ উদ্ভবে ১৫ দিনের মধ্যে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষ ১৮-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রার্থীর নিকট লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করার কথা। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রতিপক্ষ ইং ১১-৫-৯২ তারিখে গ্রিভ্যান্স দরখাস্তের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদর্শনী-৪ মূলে উপরোক্ত বিধি মোতাবেক ১৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করে নাই বিধায় তাহা আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নহে। প্রদর্শনী-৪ প্রার্থীর পদে ১১-৫-৯২ তারিখে পৌঁছিয়াছে এবং উক্ত তারিখ হইতে মামলার তামাদি গণ্য করা যাইবে না যেহেতু প্রার্থী ১৮-২-৯২ তারিখে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরণ করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ উহা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন নাই। সেহেতু ১৮-২-৯২ তারিখ হইতে ১৫ দিন সমাপ্তির পর হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ৩-৪-৯২ তারিখের মধ্যে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রার্থী উপরোক্ত বিধান মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীর মামলাটি তামাদিতে বারিত, উপরে উপরোক্ত ফাইন্ডিং এর প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রার্থীর মামলাটি খারিজযোগ্য যেহেতু মামলাটির অন্যান্য দিক আলোচনা করা নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত কারণ প্রার্থী আর কোন মতেই মামলার প্রতিকার পাইতে পারেন না।

এমতাবস্থায় মামলাটি খারিজযোগ্য বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় খারিজ করা গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত,

২। জনাব আ, ব, ম, নূরুল আলম,

মোকদ্দমা নং সি-৪৫/৯২

প্রার্থী : মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা মুজিবর আলী বিশ্বাস,
গ্রাম তপনবাগ, পোঃ তপনবাগ, থানা নড়াইল,
জেলা নড়াইল।

বনাম

প্রতিপক্ষ : বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ-১,
পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নওয়াপাড়া, যশোহর।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম : জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী,

প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম : জনাব এ, জেড, এম, সেলোয়ার হোসেন,

শুনানীর তারিখ : ১০-৭-৯৫ ও ১১-৭-৯৫ ইং।

রায়ের তারিখ : ২৩-৭-৯৫ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি মামলা।

প্রার্থী পক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রার্থী মোঃ আলাউদ্দিন ১৯৯০ ইং সালে প্রতিপক্ষের অধীনে ১নং মিলে রু রুম বিভাগে সাধারণ পালায় ক্লিনার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে তিনি অয়েলম্যান পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং তাহার চাকুরীর ইতিহাস খুবই পরিচ্ছন্ন। প্রার্থী বেংগল টেক্সটাইল মিলস ইমপ্লইজ ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। এবং তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তজ্জন্য প্রতিপক্ষ মিলের কোন কোন কর্মকর্তাগণ তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রতিপক্ষের মিলের ইক্সটেনশন প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বহুবিধ দুর্নীতি চলিতেছিল। ১৯৮৯ সালে সি, বি, এ, ইউনিয়নের নির্বাচনের পর পরই নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করেন এবং প্রার্থীও উক্ত সংগ্রাম পরিচালনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণ তাহার প্রতি আক্রোশবশতঃ জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ মিলের অস্ত্রধারী বাহিনী ২৭-৩-৯২ ইং তারিখে দুর্নীতি বিরোধী নেতা ও কর্মীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং তারা শ্রমিক আবাসিক এলাকায় হামলা চালায় এবং উক্ত মাস্তান বাহিনী প্রতিপক্ষ মিলের গেটে

নিয়মিত পাহারা দিতে থাকে। প্রার্থীকে ২৮-৩-৯২ ইং তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিল গেটে পৌঁছেন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে এবং জীবননাশের আশংখায় তিনি মিলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বিধায় মানসিক বিপর্যয়জনিত কারণে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাঃ মোঃ মইনউদ্দিন এর নিকট চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ডাক্তার তাহাকে দুই সপ্তাহ বিশ্রামে থাকিতে বলেন। প্রার্থী দুই সপ্তাহ ছুটি চাহিয়া ডাক্তারের নিকট হইতে সনদপত্র লইয়া একটি ছুটির দরখাস্ত ৭-৬-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে এ/ডি সহকারে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ ৮-৬-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। মিলের সন্ত্রাসের অবসান না ঘটায় প্রার্থীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় এবং ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামে থাকার জন্য ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি এ/ডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট ডাক্তারী সনদপত্রসহ ছুটির আবেদন প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ ১৬-৬-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। মিল কর্তৃপক্ষ ১১/১২-৪-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীকে পত্র প্রাপ্তির চার দিনের মধ্যে মিলের উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার নিকট হাজির হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন কিন্তু তিনি মাস্তান বাহিনীর প্রতিরোধের কারণে মিলের ডাক্তারের নিকট হাজির হইতে পারেন নাই এবং ২১-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট জবাব প্রদান করেন এবং প্রার্থিত ছুটি অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৫/৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার জন্য অভিযোগ পত্র ইস্যু করেন তাহা ষড়যন্ত্রমূলক ছিল এবং প্রার্থী উক্ত অভিযোগ অস্বীকারে লিখিত জবাব ১৭-৫-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং পুনঃ উক্ত ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ১৬/১৭-৫-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর নিকট তদন্তের নোটিশ প্রেরণ করেন। অপর দিকে ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর মাধ্যমে প্রার্থীকে তদন্তের জন্য মিলে প্রবেশের বাধা প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং উক্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ, বেদাড়া ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। প্রার্থী উক্ত বরখাস্ত আদেশ ২৯-৫-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইবার পর রেজিষ্ট্রি এ/ডি যোগে প্রতিপক্ষের নিকট ১০-৬-৯২ ইং তারিখে বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদন জানাইয়া গ্রিভ্যান্স পিটিশন প্রেরণ করেন এবং উক্ত গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত বিবেচনা না হওয়ায় তিনি ২২-৬-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট ১০-৬-৯২ ইং তারিখের গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত বিবেচনা করিবার জন্য একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় প্রার্থী এই মামলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অভিযোগ করেন যে, প্রার্থীর উক্ত মামলা করিবার কারণ বা অধিকার নাই এবং তাহার মামলাটি তামাদিহেতু অচল।

প্রতিপক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

প্রতিপক্ষ তাহার লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রার্থী গত ২৮-৩-৯২ ইং তারিখ হইতে তাহার কাজে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন এবং ৭-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে একটি এন্টিডেটেড, ভুয়া ডাক্তারী সার্টিফিকেট মিলের শ্রম কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থী অসুস্থ ছিলেন না এবং কোন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন না। বিগত ১১/১২-৪-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীকে মিলের ডাক্তারের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রার্থী হাজির হন নাই। প্রার্থী ১৫-৪-৯২ ইং তারিখে এক ভুয়া ডাক্তারী সনদপত্র মিলে প্রেরণ করেন যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী আদৌও অসুস্থ ছিলেন না। অতঃপর প্রার্থী মিথ্যা উক্তিতে ভারিখ ও স্বাক্ষরবিহীন এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। প্রার্থী প্রতিপক্ষের বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ৫/৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা

অভিযোগ আনা হয় এবং উহার কোন জবাব না দেওয়ায় অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ প্রেরণ করেন কিন্তু প্রার্থী তদন্তে হাজির হন নাই। তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিলে মিল কর্তৃপক্ষ ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। কাজেই প্রার্থীর উক্ত বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ আইন ও বিধি সংগত হইয়াছে। মিলে কোন দুর্নীতি ছিল না ও নাই এবং কোন সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের উক্তি সঠিক নহে এবং প্রার্থী কোন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন না এবং তিনি কোন গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই। কাজেই প্রার্থীর মামলা খারিজ করিবার প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আর্জিতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের সওয়াল জবাব শুনিলাম, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং নথি পর্যালোচনা করিলাম।

ইহা স্বীকৃত সত্য যে প্রার্থী মোঃ আলাউদ্দিন ১৯৯০ সালে প্রতিপক্ষের অধীনে ১নং মিলের রু রুম বিভাগের সাধারণ পালায় ক্লিনার পদে এবং পরবর্তীতে অয়েলম্যান পদে পদোন্নতি পান।

প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, প্রার্থী ২৮-৩-৯২ ইং তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকেন এবং ৭-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে একটি সনদপত্র প্রতিপক্ষের মিলের শ্রম কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন এবং কোন ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন নাই এবং প্রতিপক্ষ ১১/১২-৪-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে মিলের মেডিকেল অফিসারের নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দেন এবং সেখানে প্রার্থী হাজির না হইয়া ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে ডাক্তারী সনদপত্র প্রেরণ করেন এবং প্রার্থী প্রতিপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া কাজে যোগদান না করায় ৫/৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করেন এবং প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব দেন নাই বিধায় প্রতিপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং প্রার্থীকে তদন্ত কমিটিতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি হাজির হন নাই। তদন্ত কমিটি প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিলে ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ন্যায্য ও বিধি সম্মতভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রার্থী অভিযোগ করেন যে প্রার্থী মিলের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রতিপক্ষ মিলের ইক্সটেনশন প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয় এবং প্রার্থীকে ইউনিয়নের প্রথম সারির কর্মী হিসাবে সংগ্রামে সোচ্চার ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ প্রার্থীকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন এবং মিলের শ্রমিক আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত করেন. এবং কিছু অস্ত্রধারী মাস্তান ভাড়া করে প্রার্থীসহ দুর্নীতি বিরোধী সকল নেতা কর্মীদের উপর লেলাইয়া দেন এবং এই অস্ত্রধারী বাহিনী ২৭-৩-৯৩ ইং তারিখে দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রামী নেতা কর্মীদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং প্রার্থী ২৮-৩-৯২ ইং তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিল গেটে পেঁছাইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জীবন নাশের আশংকায় মিলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং অসুস্থ হইয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকেন এবং প্রার্থী দুই সপ্তাহ ছুটি চাহিয়া ডাক্তারী সনদপত্রসহ একটি ছুটির দরখাস্ত ৭-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে

বিশ্রামে থাকার জন্য ১৫-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট আরও একটি ডাক্তারী সনদপত্র ও ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ১১/১২-৪-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীকে পত্র প্রাপ্তির চার দিনের মধ্যে মিলের উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার নিকট হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ মাস্তান বাহিনীর প্রতিরোধের কারণে প্রার্থী উক্ত ডাক্তারের নিকট হাজির হইতে পারেন নাই এবং তিনি ২১-৪-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়া ছুটি অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করেন কিন্তু প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুর না করিয়া মিথ্যা উক্তিতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ আনায়ন করেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নামা ইস্যু করেন এবং প্রতিপক্ষ ১৬/১৭-৫-৯২ ইং তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ ইস্যু করেন এবং প্রার্থীকে ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর মাধ্যমে তদন্তের জন্য মিলে প্রবেশে বাধা প্রদান করেন এবং মিলে প্রার্থীর অনুপস্থিতির জন্য তিনি দায়ী নহেন। প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন যে, প্রতিপক্ষ ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা তাহাকে বেআইনী, অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

প্রার্থী মোঃ আলাউদ্দিন নিজেকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষা করেন কিন্তু তাহার জবানবন্দী ও জেরা অসংগতিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু প্রার্থী তাহার মামলা প্রমাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা সি, বি, এ, এর কোন কর্মকর্তাকে বা কোন সহকর্মী শ্রমিককে সাক্ষ্য মান্য করেন নাই এবং কোন সাক্ষী তাহার অভিযোগ সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই ফলে পি, ডব্লিও-১ এর সাক্ষ্য কখনও সমর্থক নহে ও পি, ডব্লিও-১ নিজে প্রার্থী হিসাবে একজন স্বার্থবাদী সাক্ষী হিসাবে বিবেচিত যাহার সাক্ষ্য কখনও নির্ভরশীল নহে। প্রার্থীর কথিত অসুস্থতাজনিত মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডাঃ মইনউদ্দিন এবং ডাঃ সুনীল কুমার বিশ্বাস এই মামলায় যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী কিন্তু প্রার্থী তাহাদেরকে অত্র আদালতে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার ২৮-৩-৯২ তারিখ হইতে অসুস্থ থাকার উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি প্রার্থীর বক্তব্য মতে ২৭-৩-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের গেটে ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর দ্বারা প্রতিরোধের শিকার হইতেন এবং পরের দিনও মিলে প্রবেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী দ্বারা বাধার সম্মুখীন হইতেন তাহা হইলে প্রার্থী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট লিখিত আবেদন দাখিল করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রার্থী প্রকৃত পক্ষে উক্তরূপ কোন আবেদন করেন নাই বরং প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে মিলের কাজে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। সুতরাং আর্জিতে উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে প্রার্থী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে মিলের মেডিকেল সেন্টারে হাজির হইতে নির্দেশ দিয়া ১১/১২-৪-৯২ ইং তারিখে পত্র প্রেরণ করেন যাহা প্রদঃ 'ক', বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পত্র পদঃ 'খ' তদন্ত নোটিশ প্রদঃ গ, অফিস আদেশ প্রদঃ 'ঘ', তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ 'ঙ' এবং বরখাস্ত আদেশ প্রদঃ ৬ চিহ্নিত হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ মিলের পক্ষে আবুয়াল হোসেন, সহ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা জবানবন্দী প্রদান করেন এবং প্রার্থী তাহাকে বিস্তারিত জেরা করেন কিন্তু তাহার জেরায় কোন অসংগতিপূর্ণ উক্তি পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহার জবানবন্দী সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তিনি প্রতিপক্ষের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

প্রদর্শিত কাগজগুলি এবং মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তে কোন দোষত্রুটি দৃষ্ট হয় নাই এবং তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বিধিমতে বরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ হস্তক্ষেপ যোগ্য নহে। কাজেই প্রার্থী কর্তৃক দাখিলী গ্রিভ্যান্স পিটিশন বিবেচনা যোগ্য ছিল না।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে প্রার্থী তাহার আর্জিতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

ফলস্বরূপ মামলাটি খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্যঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম,
২। জনাব নূরুল ইসলাম,

মোকদ্দমা নং সি-৬১/৯২

প্রার্থীঃ মোঃ আবুল হোসেন, পিতা আবদুল গফফার,
গ্রাম কৈখালী, পোঃ শৈলখালি, থানা শ্যামনগর,
জেলা সাতক্ষীরা।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মহা ব্যবস্থাপক, যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
রাজঘাট, যশোর।

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব এম, কামরুল হক সিদ্দিকী,

প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব সৈয়দুর রহমান,

শুনানীর তারিখ ঃ ৮-২-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ ঃ ১৫-২-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে একটি দরখাস্ত।

প্রার্থীর মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রার্থী বিবাদী যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর স্পিনিং বিভাগে স্থায়ী স্পিনার হিসাবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন এবং ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মিলের মেডিক্যাল অফিসার এর চিকিৎসাধীন থাকেন এবং তিনি ৯-১-৯২ তারিখ হইতে ১৫-১-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত মেডিকেল ছুটি অনুমোদন করেন। প্রার্থীর অসুখ বাড়িতে থাকায় তাহার বাড়ীতে তাহার পরিবারের নিকট চলিয়া যান এবং ইং ১৫-১-৯২ তারিখ হইতে ডাঃ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালের চিকিৎসাধীন থাকেন। তিনি ১৫-৪-৯২ তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ৩১-৫-৯২ তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। ডাক্তারী সনদপত্রসহ প্রার্থী তাহার ছুটির দরখাস্ত প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ তাহাকে কখনও জানান নাই যে তাহার ছুটি মঞ্জুর করা হয় নাই। স্বাভাবিকভাবেই প্রার্থী ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, প্রতিপক্ষ তাহার ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রার্থী সুস্থ হইয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়া কাজে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ৪-৬-৯২ তারিখে প্রতিপক্ষের মিলের শ্রম দপ্তরে যোগাযোগ করেন। কিন্তু শ্রম দপ্তর তাহাকে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া ১০-৬-৯২ ইং তারিখে যোগদান করিতে বলেন। ইং ১০-৬-৯২ তারিখে প্রার্থী শ্রম দপ্তরে যোগাযোগ করিলে শ্রম দপ্তর তাহাকে ২০-৬-৯২ তারিখে যোগাযোগ করিবার জন্য বলেন এবং ২০-৬-৯২ ইং তারিখে প্রার্থী কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে শ্রম দপ্তরে গেলে শ্রম দপ্তর হইতে তাহাকে বলা হয় যে, তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ২৬-৫-৯২ তারিখের বরখাস্ত আদেশের একটি কপি তাহাকে প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষ মিলের শ্রম দপ্তরের উক্ত আচরণ অন্যায়, অবৈধ এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৬-৫-৯২ তারিখের বরখাস্ত আদেশ পত্র অন্যায়, অবৈধ, বেআইনী, স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী। উক্ত বরখাস্ত আদেশ পত্রে উল্লেখিত ১৪-১-৯২ তারিখে ইস্যুকৃত কোন কৈফিয়ৎ তলব পত্র বা ২৫-৪-৯২ তারিখে ইস্যুকৃত কোন পত্র বা ১০-৫-৯২ তারিখে ইস্যুকৃত কোন তদন্ত নোটিশ প্রার্থী কখনও পান নাই। প্রতিপক্ষ ঐ ধরনের কোন পত্র/নোটিশ প্রার্থীকে প্রেরণ করেন নাই। ইং ২০-৬-৯২ তারিখে সর্ব প্রথম প্রার্থী বরখাস্ত আদেশ পায় এবং বরখাস্ত আদেশ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া প্রার্থী ইং ২৫-৬-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন কিন্তু উক্ত গ্রিভ্যান্স পিটিশন এর প্রেক্ষিতে প্রার্থীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় প্রার্থী প্রার্থিত প্রতিকার পাইবার জন্য এই মামলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রার্থীকে প্রতিপক্ষ মিলে ২১-৯-৮১ ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থী তাহার নির্ধারিত স্পিনিং মেশিন সঠিকভাবে না চালাইবার জন্য ইং ৫-৮-৯০ তারিখে সাময়িক বরখাস্তসহ অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। প্রার্থী ক্ষমা চাহিয়া জবাব দেওয়ায় ৯-৮-৯০ ইং তারিখে সতর্কবানী দিয়া ১১-৮-৯০ ইং তারিখ হইতে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। উক্ত আবুল হোসেন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ৪-৩-৯১ ইং তারিখ হইতে অনুপস্থিত থাকার দায়ে ১৯-৫-৯১ ইং তারিখ ৫৩, ৬৩, ২৭২৪ নং পত্র দ্বারা কৈফিয়ত তলব করা হয়। ইং ২৮-৫-৯১ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে। প্রার্থীর জবাব সন্তোষজনক নহে তবু ৩০-৫-৯১ ইং তারিখ সতর্কবানী দিয়া ৩১-৫-৯১ ইং তারিখ হইতে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রার্থী ১৪-১২-৯১ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্বীয় কাজে অনুপস্থিত থাকার দায়ে ইং ১৪-১-৯২ তারিখ পত্র দ্বারা ৭ দিনের মধ্যে প্রার্থীর নিকট হইতে জবাব চাহিয়া কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু প্রার্থী উক্ত পত্রের কোন জবাব দাখিল করেন নাই

কিংবা কাজেও যোগদান করেন নাই। সেই কারণে প্রার্থীকে গত ২৫-৪-৯২ ইং তারিখে ৫০:৬৩:১৯২২ নং পত্র দ্বারা তাগিদ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রার্থী জবাবও দেন নাই বা কাজেও যোগদান করেন নাই। ১০-৫-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীর নামে তাহার অনুপস্থিতির কারণ তদন্ত করিবার জন্য ৫৩:৬৩:২১৪৯ নং পত্র দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ১৬-৫-৯২ ইং তারিখ সহকারী কল্যাণ কর্মকর্তার অফিসে সকাল ১০টার সময় তদন্তে হাজির হইবার জন্য তদন্ত বিজ্ঞপ্তি জারী হয়। তদন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। তদন্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৬-৫-৯২ ইং তারিখ হইতে ২৪-৫-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত তদন্ত হয়। কিন্তু উক্ত তদন্তে প্রার্থী হাজির হন নাই কিংবা কোন প্রকার দরখাস্তও দেন নাই। তদন্ত কমিটি তাহার অনুপস্থিতিতে তদন্ত করিয়া প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইং ২৬-৫-৯২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন এবং প্রকল্প প্রধান প্রার্থীকে ২৬-৫-৯২ ইং তারিখে ৫০:৬০:২৩/২৪৫৬ নং পত্র দ্বারা বরখাস্তের আদেশ জারি করেন। প্রার্থী গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করিলে প্রতিপক্ষ উহার জবাব দেন নাই কেননা প্রার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে গ্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই। এমতাবস্থায় প্রার্থীর নালিশ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আরজীতে বর্ণিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য শুনিলাম এবং নথি ও দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রার্থী মোঃ আবুল হোসেন প্রতিপক্ষের অধীনে স্পিনিং বিভাগে স্থায়ী স্পিনার হিসাবে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিপক্ষ ২৬-৫-৯২ ইং তারিখে বরখাস্ত আদেশ পত্র প্রদঃ খ দ্বারা প্রার্থীকে চাকুরীচ্যুত করেন। প্রার্থী উক্ত বরখাস্ত আদেশকে অন্যায়, অবৈধ, স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী আরও পেশ করেন যে, বরখাস্ত আদেশ পত্রটি প্রার্থীর নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় নাই। বরখাস্ত আদেশের কপি প্রতিপক্ষ পক্ষে 'খ' চিহ্নিত হইয়াছে যাহার উপর 'রেজিষ্টার্ড' সীল দেওয়া আছে। কিন্তু উক্ত পত্রটি কবে রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ প্রতিপক্ষ আদালতে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন। এমন কি উক্ত পত্রটি রেজিষ্ট্রি করিলে ডাকঘর হইতে রশিদ প্রদান করা হয়। সে রশিদটিও আদালতে দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন যে বরখাস্ত আদেশ পত্রটি রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রার্থীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রার্থী পক্ষ আরজীতে দাবী করেন যে ২০-৬-৯২ ইং তারিখ প্রথম বরখাস্ত আদেশটি তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, প্রার্থী বরখাস্তের আদেশটি নিজে সহি দিয়া ৪-৬-৯২ ইং তারিখে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদঃ 'খ' পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, আবুল হোসেন এর সহি আছে এবং সহির নীচে ৪-৬-৯২ ইং তারিখ লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু প্রার্থীর সহিতে ব্যবহৃত কালি এবং তারিখে ব্যবহৃত কালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিপক্ষ পক্ষের ২নং সাক্ষী আঃ রহমান জেরায় বলেন যে তাহার উপস্থিতিতে প্রার্থী নিজস্ব একটি কলম দিয়ে সহি এবং তারিখ দিয়েছিলেন। কিন্তু একই কলমে একই সময়ে লিখিত সহি এবং তারিখ লেখার সময় দুই রকমের কালি বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায় সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ৪-৬-৯২ তারিখ প্রদঃ 'খ'তে পরে লেখা হইয়াছে।

ইহা স্বীকৃত যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(৪)(সি) ধারা মোতাবেক বরখাস্ত আদেশ পত্র প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ২০-৬-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীকে বরখাস্ত আদেশপত্র প্রদানের পরে উক্ত আইনের ২৫(১)(ক) ধারা মোতাবেক প্রার্থী রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স পিটিশন প্রেরণ করিয়াছেন যাহা প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হন এবং উহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। ইহা প্রদঃ 'ক' চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ উহার কোন জবাব প্রদান করেন নাই। তাই প্রার্থী আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। মিলের মহা-ব্যবস্থাপক বিধিমতে ইমপ্লায়ার (Employer) এবং প্রার্থী তাহার কাছেই গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া সঠিক কাজ করিয়াছেন।

লিখিত জবাবে প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, ১৪-১-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব পত্র ইস্যু করা হয় এবং ২৫-৪-৯২ ইং তারিখে পত্র মাধ্যমে তাগিদ দেওয়া হয় এবং ১৬-৫-৯২ ইং তারিখে তদন্ত নোটিশ ইস্যু করা হয়। কিন্তু প্রার্থী দাবী করেন যে, উপরোক্ত তারিখের পত্রগুলি তাহার উপর জারী হয় নাই। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত তারিখের পত্রগুলি জারী সংক্রান্ত রশিদ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। এমন কি উক্ত পত্রগুলি রেজিস্ট্রির সমর্থনে পোষ্টাল রশিদ আদালতে দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ঐ পত্রগুলি জারী সম্পর্কে প্রমাণ করার জন্য আদালতে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। কাজেই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রার্থীর উপর উপরোক্ত তারিখের পত্রগুলি জারী প্রমাণিত হয় নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(১)(বি) ধারা মতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগ পত্র প্রার্থীকে প্রদান করা হয় নাই এবং ১৮(১)(সি) ধারামতে প্রার্থীকে ব্যক্তিগত শুনানী করা হয় নাই। কাজেই উক্ত আইনের ১৮(৪)(এ) ধারামতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং ১৮(৬) ধারামতে প্রার্থীর চাকুরীর রেকর্ড আনীত অভিযোগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিবেচিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার ব্যাপারে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধি বিধানসমূহ লংঘন করিয়াছেন এবং কথিত বরখাস্ত আদেশটি সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ও অবৈধভাবে করা হইয়াছে।

নথি, সাক্ষী প্রমাণাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থী অনুমোদিত ছুটিতে গিয়া অসুস্থতার কারণে প্রার্থীর ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন পত্রসহ ডাক্তারী সনদপত্র প্রেরণ করেন এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর দরখাস্ত প্রাপ্ত হওয়ার কথা গোপন করিবার কুউদ্দেশ্যে প্রার্থীকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করেন নাই। সুতরাং বরখাস্ত আদেশটি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হইয়াছে।

প্রতিপক্ষের দপ্তরে পত্র প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ডেসপ্যাচ রেজিষ্ট্রার আছে। যাহার সম্পর্কে প্রতিপক্ষ পক্ষের সাক্ষীগণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের নিকট ডেসপ্যাচ রেজিষ্ট্রার তলব করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ১৪-১-৯২, ২৫-৪-৯২ ও ১৬-৫-৯২ ইং তারিখের প্রার্থী কর্তৃক প্রেরিত চিঠির বিষয় গোপন করিবার উদ্দেশ্যে ডেসপ্যাচ রেজিষ্টার আদালতে দাখিল করেন নাই। নথি পর্যালোচনা করিয়া আরও দেখা যায় যে, মিলের ডাক্তার ১৫-১-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীকে মেডিকেল ছুটি অনুমোদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১৪-১-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব পত্র ইস্যু করা হয় যাহা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত। ইহা সত্য যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত নথিতে ডাক্তার ছুটির বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আছে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহা গোপন করিবার মানসে প্রার্থীর ঐ নথি আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। কাজেই সাক্ষ্য আইনের ১১৪(জি) ধারামতে প্রিজাম্পশন (Presumption) প্রার্থীর অনুকূলে বিবেচিত।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ যাহা বাতিলযোগ্য। এমতাবস্থায় প্রার্থী কিছু বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। ফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে মঞ্জুর করা গেল। ২৬-৫-৯২ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ঘোষণা করা হইল এবং প্রার্থীকে ৫০% বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য : ১। জনাব রফিকুল ইসলাম।
২। জনাব মতিয়ার রহমান ফরাজী।

মোকদ্দমা নং সি-৭০/৯২

আবদুল হাকিম, পিতা—আবেদ আলী মল্লিক
গ্রাম—দেয়া পাড়া, ডাকঘর—দেয়া পাড়া,
থানা—অভয় নগর, জেলা—যশোর—বাদী

বনাম

বেংগল টেক্সটাইল মিলস নং-২
পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নওয়া পাড়া, যশোর—বিবাদী।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন।

শুনানীর তারিখ : ২৬-০৭-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ : ৩০-০৭-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি মামলা।

প্রার্থী পক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

প্রার্থী আবদুল হাকিম প্রতিপক্ষ এর অধীন ২ নং মিলে রিং বিভাগের জবার পদে কর্মরত ছিলেন। প্রার্থীর চাকুরীর অতীত রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ছিল। প্রার্থী বেংগল টেক্সটাইল মিলস এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য এবং তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তজ্জন্য প্রতিপক্ষ মিলের কোন কোন কর্মকর্তা তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রতিপক্ষ মিলের এক্সটেনশন প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও বহুবিধ দুর্নীতি চলিতেছিল। প্রার্থী অন্যান্য নেতাদের সহিত উক্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। মিল কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ মিলের অস্ত্রধারী বাহিনী ২৭-৩-৯২ ইং তারিখে দুর্নীতি বিরোধী নেতা ও কর্মীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে এবং ঐ দিন দরখাস্তকারী সাপ্তাহিক ছুটিতে থাকেন। তাহার বাড়ী মিলের পার্শ্বে হওয়ায় বাড়ী হইতে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। ২৮-৩-৯২ তারিখে প্রার্থী মিলের ডিউটিতে গেলে মিল গেটে অনেক অপরিচিত লোক দেখিতে পায়। তাহারা প্রার্থীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পরবর্তীতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিবার হুমকী প্রদান করে। ফলে প্রার্থী বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে। ডাক্তারী চিকিৎসায় বাড়ীতে থাকে। ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ মত প্রার্থী বিশ্রামে থাকিবার উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটির দরখাস্তের বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া ১৯-৩-৯২ তারিখে অভিযোগ পত্র ইস্যু করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রার্থী মিলের সার্বিক অবস্থা বর্ণনাপূর্বক রেজিঃ ডাকযোগে লিখিত জবাব প্রেরণ করেন এবং একই সাথে ডাক্তারী সনদ পত্র প্রেরণ করিয়া ছুটির প্রার্থনা করেন। অতঃপর প্রার্থী ১২-৫-৯২ তারিখের তদন্ত নোটিশ প্রাপ্ত হন। উক্ত তদন্ত নোটিশে ৪-৫-৯২ তারিখের ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কথা উল্লেখ করেন যাহা সম্পর্কে প্রার্থী আদৌ অবহিত নন। উক্ত তদন্ত নোটিশের বিরুদ্ধে প্রার্থী ১৮-৫-৯২ ইং তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের দপ্তর, খুলনায় তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অতঃপর ১৮-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্তরূপ বরখাস্ত আদেশ অবৈধ অন্যায়, বেআইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অভিযোগ গঠন হইতে শুরু করিয়া প্রতিপক্ষের সকল কার্যক্রম অসৎ উদ্দেশ্য সৃজিত প্রার্থী উক্ত বরখাস্ত আদেশ ২০-৭-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। উক্ত বরখাস্তে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রার্থী ২৯-৭-৯২ ইং তারিখে রেজিঃ এ/ডি ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভ্যান্স বরখাস্ত বিবেচনা না করায় প্রার্থী এই মামলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিপক্ষ বলেন যে, প্রার্থীর উক্ত মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং তাহার মামলাটি তামাদি হেতু অচল।

প্রতিপক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

প্রতিপক্ষ তাহার লিখিত জবাবে প্রার্থীর যাবতীয় বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহার লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীর অতীত চাকুরী পরিচ্ছন্ন নহে। পূর্বে গত ৫-৮-৯২ ও ৬-৫-৯০ ইং তারিখে তাহাকে বিভিন্ন কারণে কৈফিয়ত তলব করা হয়। যাহাতে প্রার্থী লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ক্ষমা প্রার্থনা প্রেক্ষিতে সতর্ক পত্রসহ ক্ষমা করা হয়। ২৮-৩-৯২ ইং তারিখ হইতে প্রার্থী তাহার কর্তব্য কর্মে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় ১৮-৪-৯২ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র ইস্যু করা হয়। কিন্তু প্রার্থী উক্ত অভিযোগের কোন জবাব প্রদান না করিয়া দীর্ঘদিন পরে এক তঞ্চকী ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রেরণ

করে। উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেটের সহিত প্রার্থী কোন ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন নাই। প্রার্থী আদৌ অসুস্থ ছিলেন না। অতঃপর প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৪-৫-৯২ তারিখে ২য় অভিযোগ পত্র ইস্যু করা হয়। উক্ত অভিযোগ পত্র রেজিঃ এডিসহ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রার্থী উক্ত অভিযোগের কোন জবাব না দেওয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকায় ১২-৫-৯২ ইং তারিখে রেজিঃ এ ডিসহ তদন্ত নোটিশ পাঠান হয়। কিন্তু প্রার্থী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন নাই। তদন্ত কমিটি প্রার্থীর অনুপস্থিতির ঘটনা তদন্ত করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ১৮-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীকে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থীর উক্ত বরখাস্তের আদেশ সঠিক আইনানুগ ও ন্যায় সংগত হইয়াছে। মিলে কোন দুর্নীতি ছিল না ও নাই এবং কোন সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের উক্তি সঠিক নহে। প্রার্থী কোন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন না। প্রতিপক্ষের কোন কর্মকর্তা তাহার উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন না। প্রার্থীর মিথ্যা মামলা খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আরজীতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী যাবতীয় বক্তব্য শুনিলাম। উভয় পক্ষের স্বাক্ষী প্রমাণাদি এবং নথি পর্যালোচনা করিলাম।

ইহা স্বীকৃত যে প্রার্থী আবদুল হাকিম প্রতিপক্ষের অধীনে ২ নং মিলের রিং বিভাগে জবার পদে কর্মরত ছিলেন। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, প্রার্থী ২৮-৩-৯২ ইং তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকেন। ১৮/১৯-৪-৯২ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র ইস্যু করা হয়। অভিযোগ পত্র পাওয়ার পর প্রার্থী অভিযোগ পত্রের কোন জবাব প্রদান করেন নাই বা কোন ছুটির দরখাস্ত করেন নাই। পরবর্তীতে প্রার্থী ডাকযোগে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রেরণ করেন। প্রার্থী কারণ দর্শানো নোটিশের কোন লিখিত জবাব দাখিল না করায় ৪-৫-৯২ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হয়। যাহা রেজিঃ এডি ডাকযোগে প্রার্থীর নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রার্থী উক্ত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব না দেওয়ায় বিষয়টি তদন্তের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে যাহা ১২-৫-৯২ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রি পত্র দ্বারা প্রার্থীকে জানাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রার্থী ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির না হওয়ায় তাহাকে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রদান করে। প্রতিপক্ষ উক্ত রিপোর্ট অনুমোদন করিলে ১৮-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে, প্রার্থীকে চাকরী হইতে ন্যায্য ও বিধি সংগতভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, প্রার্থী মিলের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রতিপক্ষ মিলের এক্সটেনশন প্রকল্পের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয় এবং প্রার্থীকে ইউনিয়নের প্রথম সারির কর্মী হিসাবে সংগ্রামে সোচ্চার ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ প্রার্থীকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন এবং মিলের শ্রমিক আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করেন এবং কিছু অস্ত্রধারী মাস্তান ভাড়া করে প্রার্থীসহ দুর্নীতি বিরোধী সকল কর্মীদের উপর লেলাইয়া দেন এবং এই অস্ত্রধারী বাহিনী ২৭-৩-৯২ তারিখ দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রামী নেতা কর্মীদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং প্রার্থী ইং ২৮-৩-৯২ তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিল গেটে পৌঁছাইলে মাস্তান বাহিনী তাহার গতিরোধ ও

জীবন নাশের হুমকী প্রদান করে। এক পর্যায়ে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং প্রার্থী অসুস্থ হইয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ছুটি চাহিয়া ডাক্তারী সনদ পত্র সহ একটি ছুটির দরখাস্ত রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রাম থাকার জন্য রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট আরও একটি ডাক্তারী সনদ পত্র ও ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন। প্রার্থী রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়া ছুটি অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করেন কিন্তু প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুর না করিয়া মিথ্যা উক্তিতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ আনয়ন করেন এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ইস্যু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ ১২-৫-৯২ ইং তারিখের স্বাক্ষর পত্রে তদন্ত নোটিশ ইস্যু করেন। প্রার্থীকে ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর মাধ্যমে তদন্তের জন্য মিলে প্রবেশে বাধা প্রদান করেন এবং মিলে প্রার্থীর অনুপস্থিতির জন্য তিনি দায়ী নহে এবং প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন যে, প্রতিপক্ষ ১৮-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা তাহাকে বেআইনী, অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

প্রার্থী আবদুল হাকিম নিজেকে পি ডব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষা করেন কিন্তু তাহার জবানবন্দী ও জেরা অসংগতিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু প্রার্থী তাহার মামলা প্রমাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা সি, বি, এ, এর কোন কর্মকর্তাকে বা কোন সহকর্মী শ্রমিককে সাক্ষ্য মান্য করেন নাই এবং কোন সাক্ষী তাহার অভিযোগ সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই ফলে পি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য কখনও সমর্থক নহে ও পি, ডব্লিউ-১ নিজে প্রার্থী হিসাবে একজন স্বার্থবাদী হিসাবে বিবেচিত যাহার সাক্ষ্য কখনও নির্ভরশীল নহে। প্রার্থীর কথিত অসুস্থতাজনিত মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডাঃ সুনীল কুমার বিশ্বাস এই মামলায় যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী কিন্তু প্রার্থী তাহাকে অত্র আদালতে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার ২৮-৩-৯২ ইং তারিখ হইতে অসুস্থ থাকার উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি প্রার্থীর বক্তব্য মতে ২৭-৩-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের গেটে ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনীর দ্বারা প্রতিরোধের শিকার হইতেন এবং পরের দিনও মিলে প্রবেশের সময় ব্যাপক সন্ত্রাসী দ্বারা বাধার সম্মুখীন হইতেন তাহা হইলে প্রার্থী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট লিখিত আবেদন দাখিল করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ কোন আবেদন করেন নাই বরং প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে মিলের কাজে বিনাঅনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। সুতরাং আর্জিতে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে প্রার্থী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পত্র প্রদঃ স, তদন্ত নোটিশ প্রদঃ ছ তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ ঝ এবং বরখাস্ত আদেশ প্রদঃ ঞ চিহ্নিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ মিলের পক্ষে আবুয়াল হোসেনসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা জবানবন্দী প্রদান করেন এবং প্রার্থী তাহাকে বিস্তারিত জেরা করেন কিন্তু তাহার জেরায় কোন অসংগতিপূর্ণ উক্তি পরিচালিত হয় নাই। তাহার জবানবন্দী সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তিনি প্রতিপক্ষের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

প্রদর্শিত কাগজগুলি এবং মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত কোন দোষত্রুটি দৃষ্ট হয় নাই এবং তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বিধি মতে বরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। কাজেই প্রার্থী কর্তৃক দাখিলী গ্রিভ্যান্স পিটিশন বিবেচনাযোগ্য ছিল না।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রার্থী তাহার আর্জিতে প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

ফলস্বরূপ মামলাটি খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,
খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান: জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন

সদস্য : ১। জনাব এ, এস, এম, আবদুস সবুর
২। জনাব আ ব ম নূরুল আলম

মোকদ্দমা নং সি-৭/৯৩

প্রার্থী : মোঃ আলমগীর, পিতা মোঃ হাতেম আলী মাতব্বর,
গ্রাম গোলবুনিয়া, পোঃ চাপাবন্দর,
থানা ভান্ডারিয়া, জেলা বরিশাল।

বনাম

প্রতিপক্ষ : পিপলস জুট মিলস লিঃ,
পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,
শহর খালিশপুর, খুলনা।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম: জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী,

প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম: জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম,

শুনানীর তারিখ: ২৪-৪-৯৫ এবং ২৭-৪-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ: ৩-৫-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক দাখিলী মামলা। প্রার্থীর মামলার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ:—

প্রার্থী প্রতিপক্ষ পিপলস জুট মিলস লিঃ এর অধীনে ২নং মিলের তাঁত বিভাগের "খ" পালায় ১৫-৬-৮১ ইং তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং চাকুরীতে নিয়োগের পর হইতে প্রার্থী সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ তাহাকে ২১-১২-৮১ ইং

তারিখে পদোন্নতি প্রদান করিয়া সিংগেল তাঁত চালানোর অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে জোড়া তাঁত চালানোর জন্য তাঁতী হিসাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিলে প্রার্থী অত্যন্ত সুনামের সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। প্রার্থীর চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। প্রার্থী পিপলস জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং ৭৭৯ এর একজন সদস্য এবং সক্রিয় কর্মী এবং প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে একান্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রার্থী সাধারণ শ্রমিকদের নিকট একজন নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন। ইতিমধ্যে তিনি সিবিএ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রথমবার প্রচার সম্পাদক পদে এবং পরবর্তীতে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নির্বাচিত হইতে ব্যর্থ হন। তিনি ট্রেড ইউনিয়নের ২২-৭-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। প্রতিপক্ষ মিলের কোন কোন কর্মকর্তা প্রার্থীর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাহার প্রতি আক্রোশ পোষণ করিতে থাকেন। বিগত নির্বাচনে নির্বাচিত সিবিএ ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিপক্ষ ১৯৯২ সালের শেষ ভাগ হইতে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কাটিয়া রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাহা কার্যকরী করিতে শুরু করেন। প্রতিপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত অন্যায়, অবৈধ ছিল এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ দেখা দিল। প্রার্থী একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিপক্ষের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং লিখিত প্রতিবাদ জানানোর জন্য ২নং মিলের "খ" পালার প্রথম স্বাক্ষরকারী শ্রমিক হন। প্রার্থী নিজে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ লিপিতে অন্যান্য শ্রমিকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উক্ত কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হইয়া ২-১২-৯২ ইং তারিখে তাহাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে ২নং মিলের ইনচার্জ জনাব রশিদ সিদ্দিকী প্রার্থীকে জোড়া তাঁতের বদলে সিংগেল তাঁতে কাজ করিবার নির্দেশ দেন। প্রতিপক্ষের উক্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ, প্রথা বিরুদ্ধ, প্রার্থীর চাকুরীর শর্ত বিরোধী, সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী, প্রার্থীর জন্য অপমানজনক ও পদাবনতির সামিল। প্রার্থী প্রতিপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। প্রতিপক্ষ ২-১২-৯২ ইং তারিখের স্মারক দ্বারা প্রার্থীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করেন যাহা প্রার্থী ৬-১২-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। ২-১২-৯২ ইং তারিখে অবসান আদেশ অন্যায়, বেআইনী, উদ্দেশ্যমূলক, সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী এবং অকার্যকরী। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের কারণে প্রতিপক্ষ আক্রোশবশতঃ প্রার্থীকে ভিকটিমাইজ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার চাকুরী টার্মিনেট করেন এবং এই আদেশ সরল টার্মিনেশন নয়। প্রতিপক্ষ তাহাকে অবসান আদেশের ছদ্মাবরণে মূলতঃ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবী জানাইয়া ১৫-১২-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি এ/ডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভ্যান্স পিটিশন প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য অত্র মামলা করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিপক্ষ পিপলস জুট মিলস লিঃ এর পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বলেন যে, প্রার্থীর মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং অত্র আকারে প্রার্থীর মামলা অচল।

প্রতিপক্ষের মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ—

প্রার্থী বিবাদী পক্ষের ২নং মিলে জোড়া তাঁতের তাঁতী ছিলেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বৈধভাবে তাহাকে ২-১-৯২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয় নাই এবং তাহাকে কোন দোষারোপ করা হয় নাই। উক্ত চাকুরী অবসান আদেশটি একটি

নির্দোষ, সাধারণ টার্মিনেশন আদেশ এবং প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের কার্য কার্যকলাপের সহিত জড়িত ছিলেন না এবং তিনি উহার কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। প্রার্থী ২-১২-৯২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে কোন গ্রিভান্স পিটিশন প্রদান করেন নাই।

প্রার্থী তাহার আরজীর তৃতীয় দফায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিগত নির্বাচনে নির্বাচিত সি, বি, এ, ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান কর্মকর্তাগণের জন্য প্রতিপক্ষ ১৯৯২ সালের শেষের দিকে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কেটে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাহা কার্যকরী করিতে শুরু করেন এবং প্রতিপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের একজন কর্মী হিসাবে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং এহেন কার্যকলাপে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উপর মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হন বলিয়া প্রার্থীর দাবী মিথ্যা এবং অসৎ উদ্দেশ্যমূলক। প্রার্থীর চাকুরীর রেকর্ড খুবই পরিচ্ছন্ন বলিয়া প্রার্থী যে দাবী করিয়াছেন তাহা আদৌ সত্য নহে। অতীতে প্রার্থীর অসদাচরণের জন্য সাময়িক বরখাস্তসহ বহুবার তাহাকে সতর্কপত্র প্রদান করা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্য প্রার্থীকে ভিকটিমাইজ করা হইয়াছে বলিয়া প্রার্থী যে দাবী করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কাজেই প্রার্থীর মামলা খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের সওয়াল জবাব শুনিলাম, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং নথি পর্যালোচনা করিলাম।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, প্রতিপক্ষ ২-১২-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর চাকুরীর অবসান আদেশ প্রদান করেন। তাহা অন্যায়, অবৈধ, সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনের পরিপন্থী এবং বাতিলযোগ্য বিধায় প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহালের অধিকারী।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দাবী করেন যে ২-১২-৯২ ইং তারিখের চাকুরী অবসান আদেশ সরল এবং নির্দোষ ও প্রার্থীকে বিধি মোতাবেক চাকুরী হইতে অবসান আদেশ প্রদান করা হয়।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রার্থী ১৫-৬-৮১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে ২নং মিলের তাঁত বিভাগের "খ" পালায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহাকে ২১-১২-৮১ ইং তারিখে তাঁতী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং সিংগেল তাঁত চালানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ১৯৮৪ ইং সালে তাহাকে জোড়া তাঁত চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রার্থী দাবী করেন যে প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের সিবিএ ট্রেড ইউনিয়ন পিপলস জুট মিলস ওর্য়ার্কার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৭৭৯) এর চাকুরীর প্রথম হইতে তিনি উক্ত ইউনিয়নের একজন সদস্য এবং সক্রিয় সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় সাধারণ শ্রমিকদের কাছে তিনি একজন নেতা হিসাবে স্বীকৃত হইতে থাকেন এবং তিনি সিবিএ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে দুইবার প্রার্থী হিসাবে যথা প্রথম বার প্রচার সম্পাদক পদে এবং পরে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নির্বাচিত হইতে ব্যর্থ হন এবং ২২-৭-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিবিএ ট্রেড ইউনিয়নের সর্বশেষ নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন।

প্রার্থী পক্ষ আরও দাবী করেন যে, প্রার্থীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার জন্য প্রতিপক্ষ মিলের কোন কোন কর্মকর্তা তাহার উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং আক্রোশ পোষণ করিতে থাকেন এবং সিবিএ এর গত নির্বাচনে তিনি পরাজিত হইলে প্রতিপক্ষ মিলের উক্ত কর্মকর্তাগণ তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন এবং প্রতিপক্ষ ১৯৯২ সালের শেষ ভাগ হইতে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কেটে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ তাহা কার্যকর করিতে শুরু করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রার্থী সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিপক্ষের উক্ত অবৈধ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং লিখিত প্রতিবাদ জানানোর জন্য ২নং মিলের "খ" পালায় প্রথম স্বাক্ষরকারী শ্রমিকগণ ও উক্ত প্রতিবাদ লিপিতে অন্যান্য শ্রমিকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। ফলে প্রতিপক্ষ তাহার উপর ক্ষুব্ধ হন এবং তাহাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে ২নং মিলের ইনচার্জ জনাব রশিদ সিদ্দিকীর মাধ্যমে তাহাকে জোড়া তাঁতের বদলে সিংগেল তাঁতে কাজ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ পক্ষের মহা-ব্যবস্থাপক প্রার্থীর উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রার্থীর প্রচারপত্র প্রদঃ ১ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রার্থী মাছ মার্কা প্রতীক লইয়া সহ-সভাপতি পদে ১৯৯২ সালের সিবিএ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রদঃ ২ হইতে দেখা যায় যে প্রার্থীসহ ২৯২ জন শ্রমিক তাহাদের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা না কাটার জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ হিসাব) এর বরাবরে আবেদন পত্র দাখিল করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের দৈনিক তথ্য, খুলনা পত্রিকা যাহা প্রদঃ ৮ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে উহা হইতে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ মিলে "খুচরা পয়সা কেটে রাখায় শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা" শিরোনামে একটি খবর পরিবেশিত হয়। প্রার্থীর ২৪-৪-৯৫ ইং তারিখের প্রার্থনা মোতাবেক আইন, আর, ও-১/৯৩ নং মামলাটির নথি তলব করা হয়। উক্ত মামলার নথি তলবান্তে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আবুল কালাম দিং বর্তমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক অত্র শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার জবাবে প্রতিপক্ষ স্বীকার করেন যে শ্রমিকদের সম্মতি ব্যতীত তাহাদের মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কাটা যাইবে না এবং যে টাকা শ্রমিকদের মজুরী হইতে খুচরা পয়সা হিসাবে কর্তন করা হইয়াছে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। ফলে উক্ত প্রার্থী পক্ষ মামলা না চালানোর হেতুতে তাহা খারিজ হইয়াছে।

প্রার্থী আলমগীর কবির পি, ডব্লিও-১ হিসাবে আরজীতে উল্লেখিত বিবরণীর সমর্থনে জবানবন্দী প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ পক্ষের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিপক্ষ তাহাকে বিস্তারিত জেরা করেন এবং কতিপয় সাজেশন দেন। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের সাজেশন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার জবানবন্দী জেরা সংগতিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পি, ডব্লিও-২ নজরুল ইসলাম তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি প্রতিপক্ষের মিলে চাকুরী করেন এবং প্রার্থী আলমগীরকে চেনেন এবং প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের কাজে অংশগ্রহণ করিত এবং প্রার্থী একবার প্রচার সম্পাদক পদে আরেকবার সহ-সভাপতি পদে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং নির্বাচনের পরে বর্তমান সিবিএ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক খুচরা পয়সা কাটিয়া রাখিত এবং সিবিএ এর অনুরোধে মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কাটিয়া রাখিত। তিনি বলেন যে, ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং শ্রমিকগণ তাহাদের পয়সা ফেরত পাওয়ার জন্য দাবী করিল এবং শ্রমিকরা মিটিং মিছিল করিয়া প্রতিবাদ করিল এবং জুট মিল বন্ধ হইয়া গেল এবং প্রার্থী আলমগীর ২নং মিলের শ্রমিকদের নিকট হইতে গণস্বাক্ষর লইয়াছিল এবং তৎপর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের খুচরা পয়সা ফেরত দিলেন কিন্তু আলমগীরকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে বিস্তারিত জেরা করেন এবং কতিপয় সাজেশন দেন কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সংগতিপূর্ণ। পি, ডব্লিও-৩ সোনা মিয়া তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি এবং প্রার্থী প্রতিপক্ষ মিলে চাকুরী করিতেন। তিনি বলেন যে, ১৯৯২ ইং সালে সিবিএ এর নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ এবং মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা কাটিয়া লইতেন এবং এই ঘটনার বিরুদ্ধে তিনি এবং অন্য শ্রমিকরা প্রতিবাদ করিতে থাকেন এবং আলমগীর শ্রমিকদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে থাকেন এবং এই ঘটনার ২/৩ দিন পরে আলমগীরকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। প্রতিপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিয়া তাহার সাক্ষ্যকে নড়বড় করিতে পারে নাই। তাহার জবানবন্দী ও জেরা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত। পি. ডব্লিউ-২ ও ৩ নিরপেক্ষ সাক্ষী বলিয়া বিবেচিত এবং তাহারা এক বাক্যে প্রার্থীর সাক্ষ্যকে সমর্থন করিয়াছেন। এই সাক্ষীরা সমর্থক সাক্ষী হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষের সাক্ষী শেখ ইউনুচ আলী, ডেপুটি ম্যানেজার (শ্রম ও কল্যাণ) জবানবন্দী প্রদান করিয়াছেন। প্রার্থীর জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি ৩১-১-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের মিলে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে মামলা সম্পর্কে তাহার সম্যক জ্ঞান নাই। জেরায় তিনি বলেন যে, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর ও নভেম্বর মাসে শ্রমিকদের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা কাটা লইয়া কি ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান নাই এবং মজুরী হইতে খুচরা পয়সা কাটা লইয়া আলমগীরের আন্দোলনের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে অবসান করিয়াছেন উক্ত মর্মে তাহার জানা নাই। তিনি বলেন যে, জনাব মহিউদ্দিন ১৯৯৩ ইং সালে প্রতিপক্ষের মিলে ম্যানেজার (প্রশাসন) ছিলেন এবং যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের অফিসে তাহার উক্ত ম্যানেজার এবং ৩ জন শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি হয় যে সম্মতিহীনভাবে শ্রমিকের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা কাটা হইবে না এবং খুচরা পয়সা শ্রমিকদের ফেরত দেওয়া হইবে। তিনি বলেন যে, শ্রমিকদের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা কাটা ফেরত প্রসংগে মজুরী বিভাগ এর জানার কথা এবং প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকের খুচরা পয়সা কাটা সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর লন নাই। তাহার জেরা ও বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা কাটা সম্পর্কিত ঘটনা এবং মামলার অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান নাই। ফলে তিনি লিখিত জবাবে বর্ণিত বক্তব্যাদি প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন। তিনি প্রার্থীর আরজীতে বর্ণিত বিবরণ খণ্ডন করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। প্রার্থীর উপরোক্ত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে প্রার্থী তাহার চাকুরী অবসানের পূর্বে মিলের ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং প্রার্থীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয়। আমার বিবেচনায় প্রার্থীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা এবং শ্রমিকের মজুরী থেকে খুচরা পয়সা না কাটা এবং ফেরত দেওয়া সম্পর্কিত তাহার আন্দোলনের কারণে প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণ তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া আক্রোশ পোষণ করিতেন এবং তাহাকে ভিকটিমাইজ করিবার কউদ্দেশ্যে তাহার চাকরীর অবসান আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কাজেই প্রতিপক্ষ ২-১২-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর চাকুরী অবসান করিয়া যে আদেশ প্রদান করেন তাহা কখনও সরল, নির্দোষ ছিল না এবং উক্ত আদেশ অন্যায়, অবৈধ, ষড়যন্ত্রমূলক এবং বাতিলযোগ্য। প্রার্থী ১৫-১২-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি এ/ডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের বরাবরে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন যাহার কপি প্রদঃ ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পোস্টাল রশিদ প্রদঃ ৪(ক) এবং উর্ধতন পোষ্ট মাষ্টার খুলনা জি,পি,ও, প্রদঃ ৬ দ্বারা উক্ত গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত ১৭-১২-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট বিলি করিয়াছেন মর্মে জানাইয়াছেন।

উক্ত কাগজাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ যথাসময়ে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন নাই। প্রার্থী বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রার্থীর মামলাটি তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ২-১২-৯২ ইং তারিখের চাকুরী অবসান আদেশ বাতিলযোগ্য এবং প্রার্থী ৫০% বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। ফলশ্রুতিতে মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সাথে পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, প্রার্থীর মামলাটি দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় মঞ্জুর করা গেল। প্রতিপক্ষের ২-১২-৯২ ইং তারিখের প্রার্থীর চাকুরী অবসান আদেশ বাতিল ঘোষণা করা হইল। প্রার্থীকে অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে ৫০% বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য : ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন।

২। জনাব নরুল ইসলাম।

মামলা নং সি-১৮/৯৩

প্রথম পক্ষ : হেলাল উদ্দিন, পিতা মৃত হাজী মোঃ তরিক উল্লাহ,
সাং আবদুল্লাহপুর, থানা লক্ষ্মীপুর,
পোঃ ভবানীগঞ্জ, জেলা লক্ষ্মীপুর।

দ্বিতীয় পক্ষ : ১। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ পক্ষে চেয়ারম্যান,
সাং, থানা, পোঃ মংলা, জেলা বাগেরহাট।

২। পরিচালক (প্রশাসন), মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,
সাং, থানা, পোঃ মংলা, জেলা বাগেরহাট।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিঃ এডভোকেট, জনাব আবু মহসিন।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধিঃ এডভোকেট, জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ২-৪-১৯৯৫ ইং।

রায়ের তারিখঃ ৪-৪-৯৫ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা বিধান মোতাবেক একটি মামলা। প্রার্থীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ—

প্রার্থী মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় শিল্প বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হার বার এন্ড কনজারভেন্সি বিভাগে নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরত ছিলেন। উপরোস্থ কর্মকর্তাদের আদেশে এবং তাহাদের ডিকটেশন মতে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র টাইপ করা ছাড়াও অনেক সময় কেন্দ্রিয় ভান্ডার হইতে তৈল, মবিল, গ্রীস বা অন্যান্য মালামাল প্রার্থীকে আনা নেওয়া করিতে হইত। উক্তরূপ আনা নেওয়াকালে সহকারী হারবার মাষ্টার কখনও প্রার্থীকে ইনডেন্ট লিপিবদ্ধ করিতে হইত। ইনডেন্ট সহকারী হারবার মাষ্টার স্বাক্ষর করিয়া ষ্টোরে প্রেরণ করিতেন। ষ্টোর অফিসার উক্ত ইনডেন্ট অক্ষুন্ন অনুমোদন করিতেন। উভয়ের স্বাক্ষরিত ইনডেন্ট ষ্টোর অফিসার ষ্টোর কিপার এর নিকট প্রেরণ করিতেন। ষ্টোর কিপার ইনডেন্ট অনুসারে মালামাল সরবরাহ করিতেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থী মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বার্স হইতে মালামাল বন্দরে বহন করিয়া আনিতেন।

খালিশপুরস্থিত কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে মালামাল বন্দরে ভান্ডারে আসিবার পর উর্ধতন কর্মকর্তার আদেশ ও নির্দেশ মতে একটি রেজিষ্টারে জাহাজের নাম, সরবরাহকৃত মালের নাম পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হইত। উর্ধতন কর্মকর্তা উহা লিখিতভাবে অনুমোদন করিতেন। উক্ত রূপ মালামাল মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হারবার ও কনজারভেন্সি ষ্টোর হইতে সরবরাহ করিবার সময়ে সরবরাহকারী জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিয়া সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহণ করিতেন। উক্ত রেজিষ্টার দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ব্যবহৃত হইল। কোন দিন উহার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। প্রার্থী নিজে কোন দিন উক্ত রেজিষ্টারে কাটাকাটি করেন নাই। কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে ব্যারেলে মালামাল বন্দরে পৌঁছার পর খালি ব্যারেলসমূহ প্রার্থী বন্দরের পানির বার্জে করিয়া প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কেন্দ্রীয় ভান্ডার এ জমা প্রদান করিতেন। উক্ত রূপভাবে কার্য চলাকালে ২নং প্রতিপক্ষ ২৩-৭-৯২ ইং তারিখের পরে প্রার্থীকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা অন্যায় ও বেআইনী, অতঃপর ২নং প্রতিপক্ষ ১৭-৮-৯২ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রে দরখাস্ত-কারীর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ মবিল, গ্রীজ ও কেরাসিন যাহার মূল্য ৩,৩৫,৭৬,৩৩৩·১৫ টাকার ভুয়া ও অস্তিত্বহীন হারবার এন্ড কনজারভেন্সি ষ্টোরের নামে গ্রহণ করিয়া উহা সম্পূর্ণ বা আংশিক আত্মসাৎ বা অন্যকে আত্মসাৎ করিবার সহায়তার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু উক্ত অভিযোগনামা প্রার্থী আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। প্রতিপক্ষ কথিত অভিযোগনামা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাহার কপি প্রার্থীকে সরবরাহ করা হয় নাই। প্রার্থী তদন্ত কমিটির বিষয়ে জানিতে পারেন না। তদন্ত কমিটি কোন তদন্ত নোটিশ ইস্যু করে নাই। ফলে প্রার্থী তদন্তে হাজির হইতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগ নামা তদন্ত নোটিশ গোপন করিয়া প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে কোন প্রকার তদন্ত ব্যতিরেকে মিথ্যা মন-গড়া তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং উক্ত তদন্ত রিপোর্টের অস্পষ্ট ফটোষ্ট্যাট কপি সংযুক্তি সহকারে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শানও নোটিশ জারী করে। উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শান ও নোটিশ হইতে প্রার্থী সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ অভিযোগ নামা তদন্ত কমিটি গঠন ও তজ্জন্য রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত হন, যাহা বেআইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রার্থী ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে উক্ত সময় কারণ দর্শান নোটিশের লিখিত জবাব রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট

প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার জবাব বিবেচনা করেন নাই। ২নং প্রতিপক্ষ ২৩-১-৯৩ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রে ১১-৯-৯১ ইং তারিখ হইতে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ২নং প্রতিপক্ষের স্বাক্ষরিত ১৬-৮-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত দরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে সি-৭৬/৯২ নং মামলা বিচারাধীন আছে। একারণে উক্তরূপ বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ও প্রতিপক্ষের ক্ষমতা বহির্ভূত প্রার্থী ২৩-১-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত পত্র ৪-২-৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। উক্ত বেআইনী বরখাস্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া ১০-২-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভ্যান্স নিরশন করেন নাই। ফলে প্রার্থীর মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রার্থী প্রতিপক্ষের পত্র সূত্র নং মবক/প্রা(প্র)/১৬৫২/বিস ১৫/৯২-২৯১ তারিখ ২৩-১-৯৩ ইং মাধ্যমে প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশ বাতিল করিয়া বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর আরজীতে উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণসমূহ নিম্নরূপঃ—

প্রতিপক্ষ বলেন যে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ১-১-৮৫ ইং তারিখের পত্র নং পিসিএ/এইচ এন্ড সি/এইচ এস/০০২/৮৬ মাধ্যমে প্রার্থীকে প্রতিপক্ষে যোগাযোগ করিয়া খালিশপুরস্থিত কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে কেরোসিন, গ্রীজ, মবিল ইত্যাদির ইনডেন্ট তৈয়ার করিয়া উক্ত মালামাল বহনপূর্বক তাহা যথাস্থানে বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রার্থীর উক্ত চাহিদা থাকা অবস্থায় ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরের ভুয়া চাহিদা ক্রয় ও সরবরাহ দর্শাইয়া মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত হারবার এন্ড কনজারভেন্সি ষ্টোরের কালানিক অস্তিত্ব সৃষ্টি করিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে ৯,৮৮,৪৫৪ লিঃ মবিল, ২৫,৯৫২ কে, জি, গ্রীজ ও ৪,৮৯,৩০৫ লিঃ কেরোসিন গ্রহণ দেখাইয়া তাহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ নিজে বা অপর কাহারো যোগসাজসে চুরি আত্মসাৎ বা অপচয় করেন।

প্রার্থী কর্তৃক কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে গ্রহণ করা মবিল গ্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় ৭৩৪১টি ব্যারেল প্রয়োজন এবং তাহার প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে তাহা জমা থাকা বাঞ্ছনীয় হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাত্র ৬৬১টি ব্যারেলের হিসাব পাওয়া যায় যাহা তাহার কর্তৃক চুরি, আত্মসাৎ অপচয়ের প্রমাণ এবং উপরোল্লিখিত মালামাল খালিশপুরস্থ কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে মংলায় পরিবহনের জন্য কোন বিল করেন না, তাহা দ্বারা প্রার্থী কর্তৃক উক্ত মালামাল গ্রহণের শুধুমাত্র কাগজের আনুষ্ঠানিক পালন করিয়া কেহ নিজের আর্থিক লাভবান হয়েন অপরকে লাভবান হইবার সুযোগ করিয়াছেন। এবং প্রার্থী একটি অপ্রত্যায়িত কাঁচা রেজিষ্ট্রারে মনগড়াভাবে বিভিন্ন জলযান ও ষ্টেশনের মাষ্টার ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নাম দেখাইয়া বিভিন্ন সময় স্থায়ী কোটার শুধুমাত্র কেরোসিন তৈল ইস্যু করিয়া ইস্যু গ্রহণকারী কর্মচারীর স্বাক্ষর লইয়া পরবর্তীতে ঐ সকল জলযান, ষ্টেশনের বিপরীতে নিজ হাতে পরিবর্তন করিয়া কেরোসিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং মবিল, গ্রীজ ইস্যু না করিয়া তাহার পরিমাণ লিখিয়া জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রার্থী উক্ত কার্যের জন্য মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৩, ৩৫,৭৬,৩৩৩.১৫ (তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত তেত্রিশ টাকা পনেরো পয়সা) আর্থিক ক্ষতি সাধন হয় প্রার্থী নিজে উক্ত সমুদয় টাকা বা তাহার অংশ আত্মসাৎ করেন বা অপরকে আত্মসাৎ করিবার সহায়তা করেন। প্রার্থী উক্ত প্রকার চুরি, আত্মসাৎ/প্রতারণার কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষের গোচারিভূক্ত হইলে ২৩-৭-৯২ ইং তারিখের পত্রে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৭-৮-৯২ ইং তারিখের পত্রে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত

অভিযোগসমূহ আনয়নপূর্বক তাহাকে পত্র দেওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত অভিযোগ পত্র প্রাপ্ত হইয়া ১৮-৮-৯২ ইং তারিখে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র স্বাক্ষর করেন। এবং ২৫-৮-৯২ ইং তারিখে তিনি জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন যাহার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষে ২-৯-৯২ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে ৬-৯-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব প্রদান না করায় বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন-পূর্বক প্রার্থীকে তদন্ত কমিটিতে হাজির হইবার নির্দেশসহ প্রতিপক্ষ ১৬-৯-৯২ ইং তারিখে অফিস আদেশ ইস্যু করিয়া তাহার অনুলিপি আইনানুগভাবে প্রার্থীর প্রতি জারী করা হয়। প্রার্থীর প্রতি উক্ত নোটিশ জারির নিমিত্ত নিয়োজিত কর্মচারী তাহার জারির প্রতিবেদন দাখিল করেন কিন্তু প্রার্থীকে তদন্তের বিষয় অবগত হইয়া ও তদন্ত কমিটিতে হাজির না হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতপর ১২-১০-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীকে দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে জবাব দাখিল করেন। প্রার্থীর জবাব আদৌ সন্তোষজনক না হওয়ায় মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৮৭তম বিশেষ বোর্ড সভায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া সর্ব সম্মতিক্রমে তাহাকে চাকরী হইতে বরখাস্তপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তাহাকে অপর একটি বিভাগীয় মামলায় ১১-৯-৯২ ইং তারিখ হইতে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করায় উক্ত একই তারিখ হইতে তাহার বরখাস্ত আদেশ কার্যকরী মর্মে ২৩-১-৯৩ ইং তারিখ অফিস আদেশ ইস্যু ও তাহাকে প্রদান করা হয়। প্রার্থী কোন গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত দেন নাই। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক এবং অভিযোগ পত্র, কারণ দর্শাও নোটিশ ২টি বরখাস্ত আদেশ তদন্ত ইত্যাদি আইনানুগ এবং তাহাকে সঠিকভাবে প্রদান করা হয়।

প্রার্থীর মিথ্যা ও হয়রানী করা মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আরজীতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে হকদার।

আলোচনাসহ সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের সওয়াল জবাব শুনিলাম। তাহাদের দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করিলাম।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রার্থী হেলাল উদ্দিন প্রতিপক্ষের অধীন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হারবার এন্ড কনজারভেন্সি বিভাগে নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরত থাকেন এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ১-১-৮৫ ইং তারিখের আন্তঃদপ্তর পত্র নং পিসিএ-এইচ এন্ডডস/এইচ এস/০০২/৮৬ মাধ্যমে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনয়ন করেন যে তিনি ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ অর্থ বৎসরের ভূয়া চাহিদা, ক্রয় ও সরবরাহের মাধ্যমে মংলা বন্দরের কাল্পনিক কনজারভেন্সি ষ্টোরের অস্তিত্ব সৃষ্টি করিয়া ৯,৮৮,৪৫৪ লিঃ মবিল, ২৫,৯৫২ কেজি গ্রীজ ও ৪,৮৯,৩০৫ লিঃ কেরোসিন গ্রহণ দেখাইয়া তাহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ নিজে বা অপর কাহারো যোগসাজসে চুরির আত্মসাৎ বা অপচয় করেন। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষের ৩,৩৫,৭৬,৩৩৩·১৫ টাকার ক্ষতি হয়।

১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং উক্ত তদন্ত কমিটি প্রার্থীর আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক দোষী সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ২৩-১-৯৩ ইং তারিখের আদেশ

মূলে তাহার চাকুরী বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে ২৩-১-৯৩ ইং আদেশ ক, ১২-১০-৯২ ইং তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশ খ, ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে কারণ দর্শান নোটিশ গ, খাম-গ-(১), ১৬-৯-৯২ ইং তারিখের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ঘ, ১৬-৯-৯২ ইং তারিখের অফিস আদেশ ঙ, ২-৯-৯২ ইং তারিখের অভিযোগ নামা জবাব প্রদানের চ, অভিযোগ নামা পত্রের সময় সীমা বর্ধিত-ছ, ১৮-৮-৯২ ইং তারিখের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র জ, অভিযোগ নামা আদেশ ঝ, অভিযোগ নামার বিবরণী ঞ, ১৩-৭-৯২ ইং তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ নং ট, ২৩--৯-৯২ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন ঠ প্রদর্শনী প্রমাণিত এবং চিহ্নিত হয়। প্রার্থীপক্ষ তাহার বরখাস্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার বিধানমতে অত্র মামলা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রার্থীর মত মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মচারীর ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরী প্রবিধান মালা প্রযোজ্য এবং প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করিয়া শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দাবী করেন যে প্রার্থীর মামলাটি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) এর ২৫(১)(খ) ধারার বিধান মতে রক্ষণীয়।

প্রার্থীপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধান মালা ১৯৯১ এর ৪৮ ধারা মোতাবেক বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রার্থী কোন আপীল দায়ের করে নাই। কাজেই আমি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর সহিত একমত পোষণ করি যে, প্রার্থীর মামলাটি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক রক্ষণীয় নহে।

ফলে মামলাটি খারিজযোগ্য। অধিকন্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং অভিযোগ তদন্ত সংক্রান্ত উপরোক্ত প্রদর্শিত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় যে তদন্ত কমিটি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে কোন নিয়ম বা বিধি বহির্ভূত কার্যকলাপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন যাহা ন্যায্য ও বৈধ হইয়াছে। কাজেই ২৩-১-৯৪ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশে হস্তক্ষেপযোগ্য নহে সুতরাং আমি অত্র মামলার সারমর্ম দেখিতে পাই না। প্রার্থীত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহে। ফলস্বরূপ মামলাটি খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান: জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য : ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত।
২। জনাব মতিয়ার রহমান ফরাজী।

মামলা নং সি-৫০/৯৩

প্রার্থীপক্ষ: মোঃ মোশাররফ হোসেন, পিতা মৃত মোঃ মোবারেক আলী শেখ, সাং চাকই, পোঃ বাসুয়াড়ী, থানা নড়াইল, জেলা নড়াইল।

প্রতিপক্ষ : মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পক্ষে চেয়ারম্যান, সাং, পোঃ ও থানা মংলা, জেলা বাগেরহাট।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম: জনাব আবু মহসিন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর নাম: জনাব এ, জেড, এম, দেলোয়ার হোসেন।

শুনানীর তারিখ: ১৩-৯-৯৫ ইং ও ১৭-৯-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ: ২৫-৯-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারার বিধান মোতাবেক একটি মামলা।

প্রার্থী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:-

প্রার্থী মোঃ মোশাররফ হোসেন ১৯৭৮ ইং সালে প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া সততা ও নিষ্ঠা এবং উপরোক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টি মতে নিজ কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার চাকরী রেকর্ড ভাল. প্রতিপক্ষের অধীন তাহার চাকরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তি এবং টাইম স্কেল প্রাপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে হয়।

প্রার্থী তাহার স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে খুলনা জেলার ফুলতলায় শ্বশুর বাড়ীতে গমন করেন এবং তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হন। তিনি ২৩-৮-৯২ ইং তারিখে ডাক্তারী কাগজপত্রসহ কাজে যোগদানের জন্য হাজির হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেন এবং তাহার অসুস্থতা থাকা অবস্থায় তাহার বড় ভাই মারা যান। প্রার্থী কাজে যোগদানের দীর্ঘদিন পরে ২-১১-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ১৫-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে ২২-৮-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য এবং তাহার চাকরী রেকর্ড পর্যালোচনা না করিয়া ইতিপূর্বে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিত থাকার জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হয় যাহা বেআইনী। প্রকৃত পক্ষে প্রার্থীর চাকরীর অতীত রেকর্ড দৃষ্টে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় এবং তিনি ২৪-৬-৯২ ইং তারিখ পূর্ব রেকর্ড যুক্ত না করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইত না, ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের

পূর্বে যে সমস্ত অভিযোগ অফিস পত্র দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রার্থী ২-১১-৯২ ইং তারিখের অভিযোগের বিরুদ্ধে ১৪-১১-৯২ ইং তারিখে জবাব দাখিলের মনস্থ করেন কিন্তু ইতিপূর্বে ১১-১১-৯২ ইং তারিখে তাহার প্রাণ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে সব কিছুই ওলট পালট হইয়া যায় এবং নির্দিষ্ট তারিখে তিনি জবাব দাখিল করিতে পারেন নাই। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ ২১-১২-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং বড় ভাই ও পুত্রের ইন্তেকালে প্রার্থী মানসিকভাবে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন। তজ্জন্য অভিযোগ পত্রের বিরুদ্ধে জবাব দাখিল করিতে বিলম্ব হয়। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাব ৪-১-৯৩ ইং তারিখে দাখিল হয়। প্রার্থীর খারাপ মানসিক অবস্থার কারণে উক্ত লিখিত জবাবের মধ্যে ভুলক্রমে ১৪-৭-৯২ ইং তারিখ এর পরিবর্তে ১৫-৭-৯২ এবং শ্বশুরে বাড়ীর পরিবর্তে "দেশের বাড়ী" লিখিত হয় এবং ঐরূপ লিখিত হওয়ার নিছক ভুল ছাড়া আর কিছুই নহে এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ভুল করেন নাই। প্রার্থী একজন হৃদরোগী এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সময়ে তাহার রোগের প্ররোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কাজে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হন। এবং কর্তৃপক্ষ তাহার রোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিভিন্ন সময়ে ছুটি মঞ্জুর করেন। তদন্ত কর্মকর্তা তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিকভাবে এবং বিধিগতভাবে তদন্ত করেন নাই এবং তিনি তদন্তকালে প্রার্থীর হৃদরোগের বিষয়ে তাহার পুত্র, মাতা, ও ভ্রাতার মৃত্যুজনিত মানসিক কারণটি এবং তাহার মানসিক অবস্থা আদৌ বিবেচনা করেন নাই এবং তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ কর্তার বিচার্য বিষয়সমূহ বেআইনীভাবে নিজে বিচার বিবেচনা করেন। চাকরীতে ২৩-৮-৯২ ইং তারিখে যোগদানের অনুমতি প্রদানের দীর্ঘদিন পরে ২-১১-৯২ ইং তারিখে যে অভিযোগ আনীত হয় তাহা তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে বিবেচনা করেন নাই। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলী রিপোর্ট দালিলিক বা মৌখিক স্বাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কি অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে প্রার্থী নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন তাহার পক্ষীয় সাক্ষ্য দ্বারা কর্তৃপক্ষ বা তদন্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন না। অদন্ত কর্মকর্তার রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ তাহার উপর দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করেন এবং তিনি ৩১-১-৯৩ ইং তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ ২৩-৫-৯৩ ইং তারিখের অফিস আদেশ দ্বারা প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা অবৈধ ও বাতিল-যোগ্য।

উক্ত বরখাস্ত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া প্রার্থী ৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ডাকযোগে ১/২ নং প্রতিপক্ষের উপর গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার গ্রিভান্স নিরশন করেন নাই এবং যে প্রার্থী পক্ষের ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন নাই। কাজেই প্রার্থী প্রার্থিত প্রতিকারের জন্য মামলা করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রার্থী একজন শ্রমিক (ওয়ার্কার) হইতেছেন এবং তাহার চাকরী মংলা বন্দর কর্মচারী প্রবিধানমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই এবং ইহা দেশের প্রচলিত শ্রম আইন দ্বারা পরিচালিত;

প্রার্থীর মামলাটি অত্র শ্রম আদালতের বিচার্য।

১ নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলার একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি বলেন যে প্রার্থীর মামলাটি তামাদি দ্বারা আদল এবং তাহার মামলাটি অত্রাকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রার্থী তাহার চাকরীর দায়িত্ব অবহেলা করিয়া বিভিন্ন সময়ে কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া কর্তৃপক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। তাহার কাজে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে ১৯-১-৮৯, ২৬-৬-৯০, ১১-১-৯০, ২-৭-৯১, ৮-২-৯২ ইং তারিখের পত্রে সতর্ক, কঠোর সতর্ক

ও তিরস্কার ইত্যাদি করা হয় ১০-৭-৯১ ইং তারিখ হইতে ৬-৯-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণে লিখিত জমা প্রার্থনা করায় ২৫-৯-৯১ ইং তারিখের পত্রে উক্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাহার অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে নৌ-প্রকৌশলী বিভাগে তাহার উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশাসন বিভাগে লিখিত পত্রে তাহাকে দায়িত্বহীন কাজে অমনোযোগী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহার আচরণের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই এবং ১৫-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে অভ্যাসগতভাবে কাজে অননুমোদিত অনুপস্থিতি থাকার কারণে ২-১১-৯২ ইং তারিখের পত্রে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কর্মচারী চাকুরী প্রবিধান মালার বিধি অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক ঘটনা তদন্ত করিবার নিমিত্তে ১০-১২-৯২ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে নোটিশ প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ঘটনা সঠিক তদন্ত করিয়া দাখিলকৃত রিপোর্টে প্রার্থীকে দোষী সাব্যস্থ করেন বিধায় তাহাকে ২৬-৯-৯৩ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শাও নোটিশের প্রেক্ষিতে প্রার্থীর জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ২৩-৫-৯৩ ইং তারিখের পত্রে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, বরখাস্ত আদেশ সঠিক এবং আইনানুগ হইতেছে। প্রার্থী কোন গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত করে নাই। প্রার্থী তাহার অনুপস্থিতিকালে অসুস্থ ছিলেন না বা চিকিৎসাধীন ছিলেন না এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যু সংক্রান্ত বানোয়াট উক্তি করিয়াছেন। কথিত ডাক্তারী সনদ বেআইনী এবং অর্থহীন হইতেছে। প্রার্থী মংলা বন্দর কর্মচারী প্রতিধানমালার বিধি বহির্ভূত অত্র আদালতে তাহার মামলার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এমতাবস্থায় মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় নিম্নরূপ

১। প্রার্থী কি আরজীতে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে ১নং প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী পেশ করেন যে, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ মোতাবেক প্রার্থীর মামলা অত্র শ্রম আদালতে রক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি পেশ করেন যে, প্রতিপক্ষ অন্যায় ও অবৈধভাবে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ২৩-৫-৯৩ ইং তারিখের পত্র দ্বারা বরখাস্ত করেন এবং judicial redress এর জন্য অত্র শ্রম আদালত মামলা দায়ের করেন যাহার বিচারের এখতিয়ার শ্রম আদালতের আছে। প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলী আরও পেশ করেন যে, ইতিপূর্বে শ্রম আইন অনুসারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া অত্র শ্রম আদালতে অনেক মামলা দাখিল ও নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং এখনও দাখিল হইতেছে যাহা বিচারাধীন আছে এবং উক্ত প্রবিধানমালা দ্বারা শ্রম আদালতে মামলা বারিত নহে।

প্রার্থী পক্ষ ১৩-৯-৯৫ ইং তারিখে দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত সি-৭০/৯০ নং মামলা এবং বিচারাধীন সি-১২/৯৩ নং মামলার নথি তলবের প্রার্থনা করিয়াছেন। সি-১২/৯৩ নং নথি হইতে দেখা যায় যে, প্রার্থী শেখ মাহাবুবুল আলম প্রতিপক্ষের অধীনে এল, ডি, এ, কাম-টাইপিষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে তাহার চাকুরী হইতে ২২-১২-৯২ ইং তারিখে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন অনুসারে অভিযোগ গঠন করেন এবং পরবর্তীতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ মোতাবেক উক্ত চার্জ বা অভিযোগ পরিবর্তন (convert) করেন। সি-৭০/৯০ নং নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থী মোঃ লুৎফর রহমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতি-

কার দাবী করিয়া ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা তৎসহ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক অত্র শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং মামলাটি ৩০-১২-৯১ ইং তারিখে দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী আদালতকে জ্ঞাত করেন যে, শ্রম আদালতের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন রীট পিটিশন দাখিল না করিয়া উপরোক্ত রায়কে কার্যকর করিয়াছেন।

অপর পক্ষে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলীর উক্ত যুক্তিকে খন্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। ফলে আমি প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলীর উক্ত যুক্তির মধ্যে সারমর্ম দেখিতে পাই। অধিকন্তু উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে প্রার্থী শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩(১) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষের অধীনে একজন শ্রমিক যিনি উক্ত বিধানের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে জুডিশিয়াল রিড্রেস (judicial redress) এর জন্য শ্রম আদালতে মামলা করিতে অধিকারী।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রার্থীর মামলাটি প্রতিপক্ষের মংলা বন্দর কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ অনুসারে বারিত নহে। মামলাটি অত্র আদালতে আইনতঃ রক্ষণীয়।

এখন দেখিতে হইবে যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীকে ২৩-৫-৯৫ ইং তারিখের বরখাস্তকরণ আদেশ বৈধ হইয়াছে কি না?

উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, জেরা জবানবন্দী এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের যুক্তি-তর্ক শুনিলাম। দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ২-১১-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, ১৫-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে ২২-৮-৯২ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতি এবং অন্যান্য অভিযোগ আনিয়া তাহাকে চার্জ শীট প্রদান করা হয়। উক্ত চার্জ শীট মিথ্যাচার এবং অননুমোদিত অনুপস্থিতি ব্যতীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্যান্য যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সবগুলিই প্রার্থীর অতীত চাকুরীর রেকর্ডের উপর ভিত্তি করিয়া আনা হইয়াছে। অথচ দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের পূর্বে যে সকল অপরাধের জন্য চার্জশীট করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিষ্পত্তি হইয়াছে। পুনরায় উপরোক্ত একই অভিযোগসমূহ ২-১১-৯২ ইং তারিখের চার্জশীটে উল্লেখ করতঃ তদন্ত অনুষ্ঠান সংঘটিত করা বেআইনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত ২-১১-৯২ ইং তারিখের চার্জশীট এর মধ্যে উল্লেখিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করিবার জন্য প্রতিপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দাখিলী তদন্ত কার্যক্রম হইতে দেখা যায় যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রদানের জন্য যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে প্রার্থীকে জেরা করিবার কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। আধকন্তু প্রদর্শনী 'ট' খুলে দাখিলী এম, ডি, ভোম্বল জাহাজের ড্রাইভার শাসছুল আলমের জবানবন্দী সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় কিন্তু উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য যে প্রার্থীর উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হইয়াছিল তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া তাহা প্রতীয়মান হয় না। ফলে তদন্তে প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই তাহাই প্রমাণ করে।

গত ২-১১-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদানের পর প্রার্থী ২৬-৮-৯২ ইং তারিখে ডাক্তারী সনদপত্রসহ প্রতিপক্ষের নিকট যোগদান পত্র দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উক্ত যোগদান পত্র গ্রহণ করেন। প্রার্থী তাহার চাকুরীতে যোগদান করিয়া যথারীতি কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। তৎসত্ত্বেও ৪-১-৯৩ ইং তারিখে প্রার্থীর নিকট হইতে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব গ্রহণ করা হয় যাহা প্রদর্শনী ৭ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ১৪-১২-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাহা প্রদর্শনী 'চ' হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ৩০-১২-৯২ ইং তারিখে প্রদর্শনী 'ঘ' দ্বারা প্রার্থীকে তদন্ত নোটিশ প্রদান করা হয়।

প্রার্থীর আরজিতে উল্লেখ আছে যে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রতিপক্ষ ২১-১২-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। বড় ভাই ও পুত্রের মৃত্যুতে প্রার্থী মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। এ কারণে অভিযোগ পত্রের বিরুদ্ধে জবাব দাখিল করিতে দেরী হয়। প্রার্থী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব ৪-১-৯৩ ইং তারিখে দাখিল করেন। প্রার্থীর খারাপ মানসিক অবস্থার কারণে ঐ জবাব মধ্যে ১৪-৭-৯২ ইং সংখ্যা মূলে "১৫-৭-৯২" সংখ্যা এবং "শ্বশুর বাড়ী" স্থলে "দেশের বাড়ী" শব্দ লিখিত হইয়াছে ঐরূপ লিখিত হওয়া নিছক ভুল ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রার্থীর ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ভুল করেন নাই।

প্রার্থী পক্ষে উক্ত রূপ ভ্রামাত্মক উক্তি বোনাফাইড মিস্টেক (Bonafide Mistake) বিবেচিত হওয়ায় প্রতিপক্ষ উক্তরূপ ভ্রমের কোন ফায়দা পাইতে পারে না।

উপরোক্ত কাগজপত্রাদি হইতে দেখা যায় যে, প্রার্থীর সহোদর ভ্রাতা ও নিজ পুত্রের মৃত্যুজনিত কারণে প্রার্থী তাহার মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উপর ঘটে যাওয়া শোকবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে মানসিক কারণে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্তরূপ যোগদান পত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইবার পর তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে গ্রহণকৃত যে কোন কার্যক্রম উপেক্ষা হেতু বেআইনী হিসাবে গণ্য হয়।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২৩-৫-৯২ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ যাহা প্রদর্শনী ৮ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে তাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হইয়াছে এবং ইহাতে স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের (Natural Justice) নীতিমালা লংঘিত হইয়াছে। কাজেই উক্ত বরখাস্ত আদেশ আইনতঃ বৈধ ও ন্যায় সংগত নহে বিধায় উহা বাতিলযোগ্য। প্রার্থী তাহার আরজিতে বর্ণিত প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী তবে কোন বকেয়া মজুরী পাইতে অধিকারী নহে।

ফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে অত্র মামলাটি দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থীর চাকুরী বরখাস্তের আদেশ অবৈধ বলিয়া বাতিল করা গেল। প্রার্থীকে অত্র আদেশ জারীর তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হইল। প্রার্থী কোন বকেয়া মজুরী পাইবে না।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যান : জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য : ১। জনাব এ, এস, এম, আঃ সবুর
২। জনাব নূরুল ইসলাম।

মামলা নং সি-৭৪/৯৪

প্রথম পক্ষ : জহুর উদ্দিন, পিতা মৃত সেখ নজমুদ্দিন,
সাং মদতখালি, পোঃ চুরাইল,
জেলা ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষ : পিপলস জুট মিলস লিঃ
পক্ষে—মহা-ব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ টাউন খালিশপুর,
জেলা খুলনা।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিঃ এডভোকেট জনাব আবু মহসিন।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধিঃ এডভোকেট জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখঃ ২-৫-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ : ১৫-৫-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারামতে একটি মামলা।

প্রার্থীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :—

প্রার্থী জহুর উদ্দিন ১৯৬৫ ইং সালে প্রতিপক্ষ পিপলস জুট মিলস লিঃ এর অধীনে কর্মরত থাকেন। প্রার্থী প্রতিপক্ষ অধীন কর্মরত থাকাকালীন প্রতিপক্ষ ইহার পত্র নং এ ডি এম এম-৩/২৫৪৪, তারিখ ৪-১২-৮০ ইং ইস্যু করেন এবং তাহার উপর জারী করেন। প্রতিপক্ষ ইহাতে বর্ণনা করেন যে, প্রার্থীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গতিকে তাহাকে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত পত্রে উক্তিটি সঠিক ছিল না কেননা তাহার বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, প্রার্থী ৬-১২-৮০ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়া পরীক্ষা ও তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার সঠিক বয়স নির্ধারণ করিবার প্রার্থনা করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহার ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ দেন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করেন, ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার প্রার্থীর বয়স ৪৩ বৎসর নির্ধারণ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট ২২-১২-৮০ ইং তারিখের পত্র দ্বারা

তাহার বয়স ৪৩ বৎসর মর্মে গ্রহণ করিবার সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের প্রকল্প প্রধানের সম্মতিতে ম্যানেজার (Administration) তাহার পত্র সূত্র নং এ,ডি,এম এন-৩/২৫/২৭২৬ তারিখ ২৬-১২-৮০ ইং তারিখে ইস্যু ও জারী করিয়া উক্ত ইস্যু ও জারীকৃত পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীর বয়স ৪৩ বৎসর মর্মে আদেশ প্রদান করেন এবং ইতিপূর্বে জারীকৃত ৪-১২-৮০ ইং তারিখের পত্রের দ্বারা প্রার্থীর বয়স ৫৭ বৎসর নির্ধারণ করতঃ অবসর প্রদানের আদেশ প্রত্যাহার করেন। তৎপর প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীন নিজ পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি প্রতিপক্ষকে ৩০ দিনের নোটিশ দিয়া ১-১১-৯৩ ইং তারিখের দরখাস্ত দ্বারা তাহার চাকুরী টারমিনেট করে বা চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করে এবং প্রতিপক্ষ তাহা গ্রহণ করে এবং প্রতিপক্ষ ৮-১২-৯২ ইং তারিখে ১৫১৬ নং পত্র দ্বারা প্রার্থীর প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি সম্পর্কে আদেশ প্রদান করেন। ঐ পত্র মধ্যে প্রতিপক্ষ পূর্ব বর্ণিত মতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারকৃত ৪-১২-৮০ ইং তারিখে পত্র মোতাবেক দরখাস্তকারীকে ১০-৬-৯১ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের অধীনে অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী গণ্য করতঃ প্রতিপক্ষের অধীন দরখাস্তকারীর চাকুরীর তারিখ ইংরেজী ২০-৯-৬৫ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ ১৩-৬-৮১ তারিখ ধার্যে উক্ত ১০-৬ ৮১ ইং তারিখ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতনের ১৬ মাসের বেতনের সম পরিমাণ অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসাবে প্রদানের আদেশ দেন এবং ঐ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন মর্মে আদেশ প্রদান করেন। উল্লেখ প্রতিপক্ষের ৮-১২-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উক্ত আদেশ বেআইনী, বেদাড়া, ভাক্ত, গন্ড ও বাতিল হইতেছে। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীন ৯-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। হিসাব মতে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীন ২৮ বৎসর কর্মরত থাকেন। এ কারণ দরখাস্তকারী ১-১২-৯২ ইং তারিখ ভাতাদিসহ মাসিক বেতন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের ষাট গুণ অর্থ অর্থাৎ ৬০ মাসের বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসাবে পাইতে অধিকারী।

প্রার্থী প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা প্রদান করিত এবং তাহার প্রতি মাসের বেতন হইতে প্রতিপক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া কর্তিত অর্থের সহিত সম-পরিমাণ অর্থ যোগ করতঃ তাহার প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করিতেন। কাজেই প্রার্থী ২০-৯-৬৫ ইং তারিখ হইতে ৩০-১১-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ পাইতে অধিকারী এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে প্রতি পক্ষের আদেশ বেআইনী, বেদাড়া ও বাতিল হইতেছে। প্রার্থী চাকুরীর গ্রাচ্যুইটি হিসাবে ২৮ বৎসর অবিরু চাকুরীর জন্য গ্রাচ্যুইটি বাবদ ৫৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং একই তারিখ পর্যন্ত উক্ত সময়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বাবদ প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার অধিকারী যাহা তিনি প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিক এবং লিখিতভাবে দাবী করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ প্রার্থীর দাবীকৃত টাকা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করিলেও বারংবার তাগিদ সত্ত্বেও তাহা প্রদান করেন নাই। অবশেষে প্রার্থী ১৭-৪-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত দাখিল করেন যাহা প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী দরখাস্তে অফিস কপিতে সহি এবং অফিসে অফিসের সিল দিয়া ১৭-৪-৯৪ ইং তারিখে গ্রহণ করেন। উক্ত দরখাস্তের মধ্যে প্রার্থী প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে অনুরোধ করেন এবং ঐ তারিখের মধ্যে প্রদান না করিলে প্রতিপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য করা হইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে প্রার্থীর দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করেন নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ উক্ত অর্থ প্রার্থীকে ঐ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইল এবং প্রিভ্যান্সের কারণ উক্ত তারিখে উদ্ভব হইল। তাই প্রতিপক্ষের উক্ত ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া প্রার্থীর ১১-৫-৯৪ ইং তারিখে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রিভ্যান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন যাহা প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ফেরৎ পাইয়াছেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর প্রিভ্যান্স নিরসন করেন নাই বিধায় আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকারের পর মামলা করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রতিপক্ষ পিপলস জুট মিলস লিঃ পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বলেন যে প্রার্থীর মামলাটি অচল, এবং প্রার্থী কোন প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহে। প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলাটি নিম্নরূপঃ—

প্রার্থী ২০-৯-৬৫ ইং তারিখে চাকুরী গ্রহণের সময় তাহার নিজ জন্ম তারিখ ১০-৬-১৯২৪ ইং বলিয়া ঘোষণা করে। সে অনুযায়ী ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তির কারণে ১০-৬-৮১ ইং তারিখে প্রার্থীকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের দরখাস্তকারী আপত্তি উত্থাপন করিলে মিলের তদানিন্তন কর্তৃপক্ষ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর বয়স পুনঃ নির্ধারণ করতঃ ১৯৮০ সালে ৪৩ বৎসর বয়স ধরিয়া জন্ম তারিখ ১৩-১২-৩৭ ধার্য করেন। প্রার্থী ৯-১২-৯২ ইং তারিখে চাকুরী হইতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। প্রার্থীকে ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের পত্র দ্বারা পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাহার পাওনাটি বিজেএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রদান করা হইবে মর্মে জানাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর মিল কর্তৃপক্ষ ও বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক অফিস তাহার প্রকৃত জন্ম তারিখ নির্ধারণের জন্য তদন্ত করেন এবং বিজেএমসির ১০৫নং পরিপত্র অনুযায়ী প্রার্থী ঘোষিত তাহার প্রথম জন্ম তারিখ ১০-৬-২৪ ইং প্রার্থীর আসল জন্ম তারিখ হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মিলের ২৮-৭-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রার্থীকে তাহা জানাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত নথিতে ঘোষিত প্রথম জন্ম তারিখ ১০-৬-২৪ ইং অনুযায়ী ৫৭ বৎসর পূর্তিতে ১০-৬-৮১ ইং তারিখ হইতে প্রার্থীকে অবসর প্রদান করা হয় সেই মোতাবেক প্রার্থী তাহার চাকুরীকাল ২০-৯-৬৫ ইং তারিখ হইতে ৯-৬-৮১ ইং পর্যন্ত ১৬ মাসের গ্রাচ্যুইটি ও ৯-৬-৮১ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইতে অধিকারী এবং দরখাস্তকারী ১০-৬-৮১ ইং তারিখ হইতে ৩০-১১-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় কাল কাজ করিয়া যে অতিরিক্ত বেতন ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা প্রতারণা মূলক নহে বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায় উহা প্রার্থীর নিকট হইতে ফেরৎ না লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ সময় কালের চাকুরীর জন্য প্রার্থী কোনরূপ গ্রাচ্যুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইতে হকদার নহে। প্রার্থী ১০-৬-৮১ ইং তারিখ হইতে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে একবার লাভবান হইয়াছেন এক্ষণে পুনরায় অতিরিক্ত গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ পাইবার জন্য প্রতারণা মূলকভাবে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে। প্রার্থী প্রতিপক্ষ মিলে চাকুরী গ্রহণের পূর্বে বিজেএমসির মালিকানাধীন প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলস লিঃ এ চাকুরী করিতেন এবং সেখানে ও প্রার্থীর একই জন্ম তারিখ দেওয়া ছিল অধিকন্তু বিজেএমসি অত্র মামলায় আবশ্যকীয় পক্ষ নহে বিধায় বিজেএমসিকে পক্ষভুক্ত না করায় প্রার্থীর মামলা পক্ষভাবে খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ

১। প্রার্থী কি আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীদের সওয়াল জবাব শুনিলাম। উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা করিলাম।

সওয়াল জবাব শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী পেশ করেন যে, প্রার্থী মামলায় বিজেএমসি (B.J.M.C)কে পক্ষ না করায় আইনগত দিক দিয়া রক্ষণীয় নহে। অপরদিকে প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌসুলী পেশ করেন যে প্রার্থীর নিয়োগকারী কর্মকর্তা প্রতিপক্ষ এবং বিজেএমসি প্রার্থীর নিয়োগকারী কর্মকর্তা নহে বিধায় অত্র মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষ নহে। ইহা স্বীকৃত যে প্রতিপক্ষ মিলটি যখন ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল তখন ১৯৬৫ ইং সালে প্রার্থী চাকুরীতে নিয়োগ

প্রাপ্ত হন এবং পি, ও ২৭/৭২ এর দ্বারা প্রতিপক্ষ মিলটি জাতীয়করণ করা হয় এবং বিজেএমসির অধীন ন্যস্ত করা হয় এবং বিজেএমসি এবং ইউনিট সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক উক্ত পি,ওতে বর্ণিত আছে। সুতরাং উক্ত পি,ও মোতাবেক শ্রমিক এবং নিয়োগ কর্তার মধ্যে সম্পর্ক একই থাকে। উক্ত পি,ও ইউনিট সংস্থার নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। কিন্তু শ্রমিক এবং নিয়োগ কর্তার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক উক্ত পি,ও দ্বারা বাধা গ্রস্ত হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ মিলটি প্রার্থীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫ এর ২৫ ধারা মোতাবেক প্রার্থী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য সালীস দায়ের করিতে পারেন এবং বিজেএমসি প্রার্থীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নহেন যাহার বিরুদ্ধে প্রার্থী কোন প্রতিকার দাবী করেন নাই। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই মত পোষণ করি যে বিজেএমসি প্রার্থীর মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষ নহে এবং তাহার মামলাটি আইনত রক্ষণীয়।

এখন দেখিতে হইবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ৮-১২-৯৩ ইং তারিখের পত্রের সিদ্ধান্ত বৈধ কি না?

ইহা স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ ৪-১২-৮০ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীকে তাহার চাকুরী হইতে অবসরের নোটিশ প্রদান করেন। যাহার দ্বারা প্রতিপক্ষ ১৬-১২-৮০ ইং তারিখে প্রার্থীর বয়স ৪৩ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্বীকৃত যে, প্রার্থী ৬-১২-৮০ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়া পরীক্ষা ও তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার সঠিক বয়স নির্ধারণের আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ তাহার ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ দেন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করেন এবং উহার ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ মিলের মেডিকেল অফিসার তাহার বয়স ৪৩ বৎসর নির্ধারণ করিতে প্রতিপক্ষের নিকট ২২-১২-৮০ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তাহার বয়স ৪৩ বৎসর মর্মে গ্রহণ করিবার সুপারিশ করেন। ইহা স্বীকৃত যে, উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ মিলের ম্যানেজার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন প্রকল্প প্রধানের সম্মতিতে ২৬-১২-৮০ ইং তারিখে পত্র ইস্যু জারী করিয়া উক্ত ইস্যু ও জারীকৃত পত্রের মাধ্যমে তাহার বয়স ৪৩ বৎসর মর্মে গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন এবং পূর্বে বর্ণিত ৪-১২-৮০ ইং তারিখের পত্রে উল্লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং তৎপরে প্রার্থী পূর্বের মত প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিতে থাকেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৬-১২-৮০ ইং তারিখের পত্রটি সঠিক এবং বৈধ ও তাহা কার্যকর হইয়াছে। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ও নিয়ম যে, কোন শ্রমিক/কর্মচারী মেট্রিক বা এস, এস, সি পরীক্ষা পাস না করিলে চাকুরীর সর্ব প্রথমে বয়সের যে ঘোষণা দেওয়া হয় তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই মামলায় উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে মিল কর্তৃপক্ষ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন যাহা পরিবর্তনের আওতায় পড়ে না। স্বীকৃত মতে প্রার্থী ১-১১-৯২ ইং তারিখে বিধি মোতাবেক ১ মাসের নোটিশ দিয়া চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করেন। ইহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫ এর ১৯(২) ধারা অনুসারে করা হইয়াছে। স্বীকৃত মতে মিল কর্তৃপক্ষ ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের পত্রে প্রার্থীর ইস্তফা পত্র ১-১২-৯২ ইং হইতে গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত পত্রে উল্লেখ আছে যে তাহার প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়টি বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তাধীনে রহিয়াছে উক্ত মর্মে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন পত্র নথিতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন খুলনা অঞ্চল কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে দৃষ্ট হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, কর্তৃপক্ষ মেডিকেল অফিসার ও রেডিওলজিষ্ট এর মাধ্যমে ১৯৮০ সালে প্রার্থীর বয়স পুনঃ নির্ধারণ করা হয় এবং

সেখানে প্রার্থীর কোন প্রতারণামূলক ভূমিকা দেখা যায় না। বিধি মোতাবেক প্রার্থী একজন টারমিনেটেড শ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়। যেহেতু প্রতিপক্ষের ৪-১২-৮০ ইং তারিখের অবসর প্রদান নোটিশ অস্তিত্ববিহীন যেহেতু প্রার্থীর চাকুরীর অবসান ১-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে গণ্য হইবে। ইহা স্বীকৃত যে প্রার্থী বিরতিহীনভাবে প্রতিপক্ষ মিলের অধীন ১-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত চালক হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের ৮-১২-৯৩ ইং তারিখে পত্রের বিষয়ে উল্লেখ আছে। "চাকুরী হইতে পদত্যাগকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ প্রসংগে" প্রার্থীর চাকুরীর অবসানের পরে উক্তরূপ শব্দ এবং টার্ম লেখা অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ ১-১২-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর চাকুরী অবসানের পর শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক প্রার্থী এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে ছিল না। আমার মতে ৮-১২-৯৩ ইং তারিখের পত্রে উল্লিখিত বিজেএমসির ১০৫নং পরিপত্রের ভিত্তিতে পরিবর্তন প্রার্থীর বেলায় প্রযোজ্য নহে। যেহেতু প্রার্থীর বয়স ১৩-১২-৮০ ইং তারিখে ৪৩ বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল সেহেতু ১-১২-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীর বয়স ৪৭ বৎসরের কম ছিল।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হই যে, প্রার্থীর বয়স ১৩-১২-৮০ তারিখে ৪৩ বৎসরের না ধরিয়া তৎপরিবর্তে বিজেএমসির ১০৫ নং পরিপত্র অনুযায়ী ৯-৬-৮১ ইং তারিখে তাহার বয়স ৫৭ বৎসর নির্ধারণ করা অন্যায়, অবৈধ এবং বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। প্রার্থী তাহার বকেয়া পাওনা ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট ১৭-৪-৯৪ ইং তারিখে এক দরখাস্ত করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে প্রার্থীর দাবী পরিশোধ করেন নাই। ফলে উক্ত তারিখ হইতে মামলার কারণ উদ্ভব হয়। প্রার্থী পরবর্তীতে ১১-৫-৯৪ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রিভ্যান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার প্রিভ্যান্স নিরসন না করায় প্রার্থী ১-৬-৯৪ ইং তারিখে অত্র মামলা দায়ের করেন। অতএব প্রার্থী যথা সময়ে তাহার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং প্রার্থী ২০-৯-৬৫ ইং তারিখ হইতে ১-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের অধীনে ২৮ বৎসর চাকুরীর জন্য সর্ব শেষ প্রাপ্য ভাতাদিসহ মাসিক শেষ বেতনের ভিত্তিতে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) মাসের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচ্যুইটি এবং ১-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত তাহার নিজের অর্থসহ প্রতিপক্ষের কন্ট্রিবিউশন পাওয়ার অধিকারী এবং গ্রাচ্যুইটির বকেয়া টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া টাকা প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে প্রদান করিতে বাধ্য এমতাবস্থায় প্রার্থী তাহার মামলাটি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন।

ফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দোতরফা সূত্রে বিনাখরচায় মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থী তাহার আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাইবে এবং প্রতিপক্ষ পিপলস জুট মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদেশ কার্যকরী করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান: জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য : ১। জনাব রফিকুল ইসলাম,

২। জনাব এ, বি, এম, নূরুল আলম,

মোকদ্দমা নং সি-৮৪/৯৪

প্রার্থী : মোঃ মোজাফফর হোসেন, পিতা মৃত মোঃ আজগর আলী মোড়ল,
সাং নওদাপাড়া, পোঃ ভেড়ামারা, জেলা কুষ্টিয়া।
বর্তমান ঠিকানা: মেটঘীরপুর, প ও র উপ-বিভাগ-১,
আমলা, কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ : উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, মীরপুর প ও র উপ-বিভাগ-১,
পা উ বো, আমলা, কুষ্টিয়া, সাং ও পোঃ মীরপুর, কুষ্টিয়া এবং
আরও দুইজন।

প্রার্থী পক্ষের কৌশলীর নাম: জনাব আবু মহসিন,

প্রতিপক্ষ পক্ষের কৌশলীর নাম: জনাব জি. রওশন আলী,

শুনানীর তারিখ: ৩০-৫-৯৫ ইং

রায়ের তারিখ: ৬-৬-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক আনীত দরখাস্ত। প্রার্থীর অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:—

প্রার্থী মোঃ মোজাফফর হোসেনকে প্রতিপক্ষের অধীনে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী মাসিক ৫০/- টাকা বেতনে নিয়োগ দান করেন। পরবর্তীকালে তাহার বেতন ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে ১১০—৪—১৩০—৫—১৬০ টাকার স্কেলে নির্ধারণ করা হয় এবং তাহার নিয়োগের তারিখ ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হওয়ার পর বর্তমানে প্রার্থী ২নং প্রতিপক্ষের অধীনে মীরপুর উপ-বিভাগ-এ কর্মরত আছেন এবং তাহার বেতন ভাতা বাবদ ১নং প্রতিপক্ষের অফিস হইতে বিল তৈয়ারী হয় এবং উহা ২ নং প্রতিপক্ষের অফিস হইতে পাস হয়। অতঃপর সেখান হইতে ক্যাশ হইয়া ১নং প্রতিপক্ষের অফিসে নীত হইয়া তাহাকে প্রদান করা হয়। কাজেই ১নং ও ২নং প্রতিপক্ষ ৩নং প্রতিপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৬-৬-৭২ ইং তারিখের আদেশে প্রার্থীকে নিয়মিত কর্মচারী করা হয়। কিন্তু ১৭-১০-৭১ ইং তারিখের এক আদেশে উক্ত নিয়মিতকরণ আদেশ বাতিল করা হয়। ঐরূপ বাতিল আদেশ করিবার পূর্বে প্রার্থীকে কোন নোটিশ বা লিখিত জবাব দাখিলের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। উক্ত নিয়মিতকরণ বাতিল আদেশ বেআইনী।

প্রার্থীর মেট পদটি একটি স্থায়ী ও নিয়মিত পদ। উক্ত পদে প্রার্থী স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়োগ পত্রের মধ্যে প্রার্থীকে ওয়ার্কচার্জড ইস্টাবলিসমেন্ট অনিয়মিত বা স্থায়ী পদে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রার্থী তাহার চাকুরীতে নিয়োগের তারিখ হইতে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্কেলে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। নিয়োগের তারিখ হইতে প্রার্থী একাদিক্রমে ৩১ বৎসরের অধিককাল প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। প্রতিপক্ষগণের অধীন নিয়োজিত কর্মচারীদের ন্যায় প্রার্থী মেডিকেল ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটিসহ যাবতীয় ছুটি ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং ছুটি নগদীকরণের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন এবং ১-৭-৭৩, ১-৭-৭৭, ১-৭-৮৫ এবং ১-৭-৯১ ইং তারিখে ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলের সুবিধাদি প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রার্থী একই পদে দীর্ঘদিন চাকুরীর জন্য টাইম স্কেলের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া আসিছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদান করিতেছেন না। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সার্ভিস বুক প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিতেছেন। সার্ভিস বুকে প্রার্থীর চাকুরীর যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।

প্রার্থীর বয়স ৫৭ বৎসরের দ্বার প্রান্তে পেঁৗছিয়াছে। নিয়োগের তারিখ হইতে প্রার্থীকে নিয়মিত বা স্থায়ী গণ্য করিয়া আদেশ প্রদানের পত্র এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রদানের পত্র ইস্যু করিবার জন্য প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরিয়া লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। প্রতিপক্ষ তাহাকে বিভিন্ন সময়ে মৌখিক আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষগণ তাহাদের দেওয়া আশ্বাস কার্যকর করেন নাই। এমতাবস্থায় প্রার্থী ১—৩ নং প্রতিপক্ষের নিকট ৯-৬-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে তাহাকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত গণ্য করিবার জন্য ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইবার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেন। প্রার্থী উক্ত রেজিস্টার্ড দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক নিয়মিত গণ্য ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদান না করিলে তাহার প্রার্থনা ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। এই কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রার্থী ৩০-৬-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৫-৬-৯৪ ইং তারিখে ইস্যুকৃত ও স্বাক্ষরিত পত্রে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে স্থায়ী কর্মচারী গণ্য করিবার কোন অবকাশ নাই মর্মে অবহিত করেন যাহা প্রার্থী ২-৭-৯৪ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ৩০-৬-৯৪ ইং তারিখের গ্রিভ্যান্স নিরসন করেন নাই। এই কারণে প্রার্থী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী গণ্য করিবার এবং নিয়োগের তারিখ হইতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইবার জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

২নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া অত্র মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর আরজীতে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন।

প্রতিপক্ষের মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ—

পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাকরী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীর ওয়ার্কচার্জড ইস্টাবলিসমেন্ট কাজের স্বার্থে "নো ওয়ার্কস নো পে" ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। বোর্ডের নিয়মানুযায়ী বোর্ডের অধীনে দুই ধরণের লোক নিয়োগ করা হয় (ক) রেগুলার ইস্টাবলিসমেন্ট, (খ) কাজুয়াল বা ওয়ার্কচার্জড ইস্টাবলিসমেন্ট। রেগুলার ইস্টাবলিসমেন্ট-এ অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী হিসাবে লোক নিয়োগ করা হয়। অস্থায়ী হিসাবে নিয়োগকারীদের এক বৎসর শিক্ষানবিসকাল

উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সন্তোষজনক কাজের জন্য স্থায়ী করা হয়। ক্যাজুয়াল বা ওয়ার্ক-চার্জড ইস্টাবলিসমেন্টে কোন প্রকল্প এর অধীনে কাজের স্বার্থে অনুমোদিত সেট-আপ এর বাহিরে একই পদে একাধিক কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে পারেন। উক্ত প্রকল্প এর কাজ শেষ হইলে তাহার চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া যায়। চাকুরী বিধি মোতাবেক তাহাকে বা তাহাদিগকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হয়। প্রার্থীকে নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে ওয়ার্কচার্জড ইস্টাবলিসমেন্টে ১-৪-৬৩ ইং তারিখে নিয়োগ করা হয়। গত ১৭-৬-৭২ ইং তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন অনিয়মিত কর্মচারীদের মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে চাকুরীতে নিয়মিত করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় এই আদেশ বাতিল করিয়াছেন। ফলে প্রার্থী অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে থাকে। প্রার্থী স্থায়ী কর্মচারী নহে। কাজেই প্রার্থী নিয়মিত কর্মচারীর সুবিধাদি পাইতে পারেন না। প্রার্থী অযথা মোকদ্দমা করিয়াছেন। তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না। প্রার্থীর মামলা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। প্রার্থী কি আরজিতে উল্লেখিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করিলাম ও প্রার্থীর দাখিলী কাগজাদি এবং নথি পর্যালোচনা করিলাম।

অপর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া তাহাদের নিয়োজিত কৌশলীর মাধ্যমে অত্র মামলায় বিভিন্ন তদবীর করিয়া থাকেন। কিন্তু মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীর সময় অর্থাৎ ৩০-৫-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী কোন তদবীর করেন নাই এবং সওয়াল জবাব শুনানীকালে তাহাকে আদালতে হাজির পাওয়া যায় নাই।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে প্রার্থী মোঃ মোজাফফর হোসেন প্রতিপক্ষের অধীনে মাসিক ৫০% টাকা বেতনে মেট পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তাহার বেতন ১১০ টাকার স্কেলে নির্ধারণ করা হয় যাহা ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।

প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর সার্ভিস বুক দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রার্থীর সার্ভিস বুকের ফটোস্ট্যাট কপি দাখিল করা হয়। উক্ত সার্ভিস বুক পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, প্রার্থীকে ১-৪-৬৩ ইং তারিখে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয় এবং সার্ভিস বুকের একই পাতায় তাহার বেতন ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে টাকা ১১০—৪—১৩০—১৬০ টাকার স্কেলে মাসিক ১১০ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে ৪ (চার) টাকা বর্ধিত বেতন মঞ্জুর করা হয় তাহা প্রার্থী ১-৪-৬৮ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ তারিখে তাহার মাসিক বেতন ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সার্ভিস বুকের ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ অংশে এবং ৬নং পৃষ্ঠার প্রথম অংশ হইতে দেখা যায় যে, ১-৪-৭৩ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখ ৫ টাকা বার্ষিক বর্ধিত বেতন মঞ্জুর করা হয় এবং ১-৪-৭৩ ইং তারিখে প্রতি মাসে তাহার বেতন ১৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সার্ভিস বুকের ৯নং পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় বেতন স্কেল ১-৭-৭৩ ইং তারিখ হইতে তাহার মাসিক বেতন ২১৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সার্ভিস বুকের ১০নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে ৭ টাকা বর্ধিত বেতন মঞ্জুর করা হয় যাহা ১-৪-৭৭ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রক্রিয়া চলিয়াছিল এবং ১-৪-৭৭ ইং তারিখে তাহার বেতন টাকা ১৪৫—৬—২০৫—ইবি—২৭৫ টাকা জাতীয় বেতন স্কেলে তাহার মাসিক বেতন ২৪৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত

সার্ভিস বুকের ১০নং পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, তাহার মাসিক বেতন ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে টাকা ২৪০—৭—২৮২—ইবি—৭—৩৪৫ টাকা জাতীয় বেতন স্কেলে ৩৪৫ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়। সার্ভিস বুকের ১৬নং পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায় যে, ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে তাহার মাসিক বেতন টাকা ৭৫০—৪৫—১২০০—ইবি—৫০—১৫৫০ টাকায় নূতন স্কেলে ১০২০ টাকা বেতন নির্ধারিত করা হয়। সার্ভিস বুকের ৪র্থ পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায় যে, প্রার্থী ১-৪-৬৩ তারিখে মেট পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ইহার ১৬নং পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায় যে, প্রার্থী ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে মেট পদে কাজ করিতেছেন।

প্রার্থী তাহার আরজিতে উল্লেখ করেন যে তাহার মাসিক বেতন ১-৭-৯১ ইং তারিখ হইতে জাতীয় বেতন স্কেলে নির্ধারিত হইয়াছে এবং তিনি উক্ত মেট পদে প্রায় ৩২ বৎসর যাবত কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং অবিলম্বে তাহার বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হইবে এবং তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী ধারাবাহিকভাবে ৩২ বৎসরে ঊর্ধে মেট পদে প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন এবং উক্ত পদ নির্ধারিত সময় ছাড়া অনুমোদন দেওয়া ছিল।

এখানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের চাকুরী বিধি, ১৯৮২ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত বিধির রুল ৪(২) নিম্নে বর্ণিত হইল:

"A permanent post shall be a post carrying a definite time scale of pay and sanctioned without limit of time".

উক্ত বিধির রুল ২(৪১) নিম্নে বর্ণিত হইল:

"Time scale of pay means pay which rises by periodical increments from a minimum to a maximum....."

উপরোক্ত বিধির প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ১-৪-৬৩ ইং তারিখে প্রার্থী যে পদে নিয়োগ লাভ করেন তাহা একটি স্থায়ী পদ এবং প্রার্থী উক্ত নিয়মিত স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি প্রতিপক্ষের অধীনে একজন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত আছেন। সার্ভিস বুকের ৬নং পাতা ব্যতীত প্রার্থীকে ওয়ার্কচার্জড হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ৬নং পাতায় তাহাকে একজন নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে দেখানো হইয়াছে। কাজেই এই এ্যাপ্রিট্র হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে প্রার্থী স্থায়ীভাবে মেট পদে নিয়োজিত হন এবং ৩২ বৎসরের ঊর্ধে তিনি উক্ত পদে বিরতিহীনভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীন একজন স্থায়ী কর্মচারী এবং প্রতিপক্ষের অধীন তিনি ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী নহেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ১৯-ডি,এল,আর, এর ৭৭১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রুলিংটি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন যাহা নিম্নরূপ:—

"An employee holding an appointment indefinite in duration, though described as temporary, was entitled to the same protection under section 240(3) of the the Government of India Act, 1935 as was available to permanent Government servant."

তাহার নিয়োগের তারিখ ১-৪-৬৩ হইতে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবে উল্লেখ আছে যে, প্রার্থীর দরখাস্ত ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা অনুসারে বারিত এবং উহা তামাদি বারিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীকে সওয়াল জবাব শ্রবণকালে আদালতে হাজির পাওয়া যায় নাই বা তিনি উক্ত কারণের সমর্থনে কোন যুক্তিতর্কও পেশ করেন নাই। কাজেই আমি প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবে উল্লিখিত কারণ সমূহের সারমর্ম দেখিতে পাই না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের চাকুরী বিধি, ১৯৮২ দ্বারা ইহার কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পি,ও ৫৯/৭২ অথবা চাকুরী বিধি, ১৯৮২তে এমন কোন বিধান নাই যাহাতে কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত গ্রিভ্যান্স নিরসন হয়। অত্র মামলায় প্রার্থীর গ্রিভ্যান্স এই যে তিনি প্রতিপক্ষের অধীন ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে একজন নিয়মিত স্থায়ী কর্মচারী। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার পেনশনের সুযোগ-সুবিধাদি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্তে তাহাকে একজন অস্থায়ী এবং অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন। প্রার্থীর গ্রিভ্যান্স তাহার চাকুরীর শর্তাদি সম্পর্কিত এবং তিনি তাহার গ্রিভ্যান্স নিরসন করিতে চাহিয়াছেন। একমাত্র শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের মধ্যে উক্ত রূপ গ্রিভ্যান্স নিরসন করিবার বিধান রাখা হইয়াছে। উক্ত আইনের ২৫(১) ধারা এখানে উল্লেখ্যঃ

"Any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged or otherwise removed from employment) who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress thereof under this section shall observe the following procedure"

প্রার্থী ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ এর অধীন স্থায়ী কর্মচারী এবং প্রার্থী একজন শ্রমিক। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত প্রার্থীকে একজন অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিয়াছেন যাহা প্রার্থীর গ্রিভ্যান্স ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের আওতাভুক্ত এবং তিনি উক্ত আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে চাহেন। উক্ত প্রতিকার পাওয়ার নিমিত্তে প্রার্থী ৯-৬-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া তাহাকে ১-৪-৬৩ ইং তারিখ হইতে একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থীর দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, যদি প্রতিপক্ষ ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ইহা ধরিয়া লওয়া হইবে যে প্রতিপক্ষ ৯-৬-৯৪ ইং তারিখে প্রার্থীর দরখাস্তে বর্ণিত প্রার্থনা মোতাবেক ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখে আদেশ প্রদানে অস্বীকার করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ বাস্তবে প্রার্থীর দরখাস্ত মোতাবেক কোন আদেশ উক্ত ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে প্রদান করেন নাই। ২৬-৬-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর দাবী পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রার্থী ৩০-৬-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভ্যান্স পিটিশন প্রতিপক্ষের নিকট দাখিল করেন। তৎপর প্রার্থী ২৩-৭-৯৪ ইং তারিখে অত্র মামলা দায়ের করেন। অতএব ইহা আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার মতে পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরী বিধি (১৯৮২) অত্র মামলার রক্ষণীয়তার কোন আইনগত বাধা নাই।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রার্থীর মামলাটি আইনতঃ বক্ষণীয় এবং প্রার্থী তাহার আরজিতে উল্লেখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

ফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলাটি দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। প্রার্থী আরজিতে উল্লেখিত প্রতিকার পাইবে এবং প্রার্থী নিয়োগের তারিখ ১-৪-৬৩ ইং হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরী বিধি মোতাবেক স্থায়ী কর্মচারী গণ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাদি পাইবে। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।